এডুকেশন ওয়াচ ২০১১-১২

বাংলাদেশে দক্ষতা বিকাশঃ
তরুণ কর্মদক্ষতার প্রতিকৃতি ও সম্ভাবনা

মূল প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ

গবেষক দল

ড. মনজুর আহমদ
মোঃ আলতাফ হোসেন
মোঃ আবুল কালাম
প্রফেসর কাজী সালেহ আহমেদ

পর্যালোচনাকারী

ড. এম এহসানুর রহমান
নিতাই চন্দ্র সুত্রধর
কাজী ফজলুর রহমান

সম্পাদক

রাশেদা কে. চৌধূরী

এপ্রিল ২০১৩

গণসাক্ষরতা অভিযান

যোগাযোগের ঠিকানা

গণসাক্ষরতা অভিযান

৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা – ১২০৭

ফোন: ৯১৩০৪২৭, ৮১৫৫০৩১, ৮১৫৫০৩২

ফ্যাক্স: ৯১২৩৮৪২, ই-মেইল: info@campebd.org

ওয়েবসাইট: www.campebd.org

সারসংক্ষেপ

ভূমিকা ও উদ্দেশ্য

দক্ষতা, জ্ঞান ও উদ্ভাবনী শক্তি হচ্ছে যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি। যে সকল দেশের শিক্ষা ও কর্মদক্ষতা উচ্চ মানের, সে সকল দেশ বৈশ্বিক অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ও সুযোগের সদ্ব্যবহারে অনেক বেশি সফল।

শিক্ষার উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন এবং বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করার রূপকল্প ২০২১ এই সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার শিক্ষা কার্যক্রম ও কৌশলকে পরিবর্তনের প্রধান অবলম্বনে পরিণত করেছে। পরিবর্তনের লক্ষ্য অর্জনে সরকার ইতোমধ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করেছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১১-১৫) দেশের সামগ্রীক উন্নয়নে দক্ষতা বিকাশসহ শিক্ষা বিষয়ে মধ্যমেয়াদি অগ্রাধিকার ও কৌশল বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও সরকার ইতোমধ্যে একটি জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করেছে। এই নীতির একটি মূল উপাদান হল: বাংলাদেশের তরুণদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি যা দিয়ে তারা শ্রম বজারের চাহিদা পূরণ করবে ও বৈশ্বিক অর্থনীতির সুযোগ গ্রহণ করবে।

বিগত দশটি এডুকেশন ওয়াচ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, এবং সাক্ষরতার বিভিন্ন দিকের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দক্ষতা বিকাশের সার্বিক অবস্থা নিরূপণের গুরুত্ব বিবেচনায় এডুকেশন ওয়াচ এর উপদেষ্টা বোর্ড, কর্মদল এবং টেকনিক্যাল টিমের সদস্যগণ দক্ষতা বিকাশকে এবছরের এডুকেশন ওয়াচ গবেষণার বিষয়বস্তু হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। বিষয়টি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) হিসাবে সমাধিক পরিচিত। দক্ষতা বিকাশ বা কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) বিষয়ে এটি এডুকেশন ওয়াচ–এর প্রথম গবেষণা। এ গবেষণায় ১০-২৪ বছর বয়সী তরুণদের সাধারণ এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অংশগ্রহণ এবং

কর্মসংস্থান সংক্রান্ত অবস্থা নিরূপণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হচ্ছেঃ

১. ১০-২৪ বছর বয়সী তরুণদের একটি স্কিল প্রোফাইল (skills profile) প্রণয়ন করা। এ থেকে তাদের বর্তমান ও অতীত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাসহ শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণে ও শিক্ষানবিশিতে (apprenticeship) অংশগ্রহণ ও কর্মজগতে তাদের অবস্থান সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে।

২. দক্ষতা বিকাশ বিষয়ে ১০-২৪ বছর বয়সী তরুণদের চাহিদা ও প্রত্যাশা নিরূপণ করা।

৩. জাতীয় প্রেক্ষাপট ও আগামী দশকে দারিদ্র বিমোচনের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে দক্ষতা প্রোফাইল, তরুণদের চাহিদা ও প্রত্যাশার ভিত্তিতে জাতীয় দক্ষতা বিকাশ নীতি, কৌশল ও কার্যক্রমের পর্যাপ্ততা ও যথার্থতা পর্যালোচনা।

৪. গবেষণালবদ্ধ ফলফলের ভিত্তিতে দক্ষতা বিকাশ বিষয়ে নীতিনির্ধারণী সুপারিশ প্রণয়ন।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় মাঠপর্যায়ে পরিবার/খানা থেকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সুসংবদ্ধ প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে খানা জরিপ করা হয়। এ লক্ষ্যে গবেষণা দল একটি নমুনা প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের পরামর্শ নেয়। পরবর্তীতে মাঠপরীক্ষা ও প্রাক গবেষণার (পাইলট স্টাডি) মাধ্যমে এটির বৈধতা নিরূপণ করা হয়।

এই গবেষণায় নমুনা চয়নের ক্ষেত্রে ২০০৮ সালের এডুকেশন ওয়াচ গবেষণার নমুনায়ন পদ্ধতি সামান্য পরিমার্জনসহ অনুসরণ করা হয়েছে। ১০-২৪ বছর বয়সী তরুণদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বর্তমান ও অতীত অংশগ্রহণ এবং কর্মসংস্থানের অবস্থাকে প্রধান

সূচক বিবেচনা করে খানা জরিপের নমুনা চয়ন করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষাকে দ্বিমূখী চলক (dichotomous variable) বিবেচনা করে গ্রহণযোগ্য নমুনা সংখ্যা নূন্যতম ৭৬৮ নির্ধারণ করা হয়েছে। ৯৫% নিশ্চয়তা মাত্রা (Confidence level) বিবেচনায় এ নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। নমুনায়ন কাঠামো ও ক্লাস্টার প্রভাব বিবেচনা করে এ নমুনা সংখ্যা দ্বিগুণ করা হয়। তবে ক্লাস্টারভিত্তিক নমুনা সংখ্যা বন্টন এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুবিধার জন্য এ সংখ্যা সামান্য বাড়িয়ে ৭৮৭ স্থির করা হয়েছে।

শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণায় অঞ্চল ভেদে শিক্ষায় অর্জনের বিভিন্নতার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। তাই এ গবেষণায় তরুণদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও খানা পর্যায়ের আর্থসামাজিক অবস্থা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক বিভাগ বিবেচনায় বাংলাদেশ–কে সাতটি গ্রামীণ ও সাতটি শহর এলাকা এবং একটি মেট্রোপলিটন এলাকাসহ মোট পনেরটি স্তরে (strata) ভাগ করা হয়। গ্রামীণ স্তরগুলো হলো– গ্রামীণ বরিশাল, চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, ও সিলেট; আর শহর স্তরগুলো হলো– উপর্যুক্ত বিভাগের মিউনিসিপালিটি ও পৌরসভাসমূহ। এছাড়াও মেট্রোপলিটন এলাকাসমূহ নিয়ে একটি পৃথক স্তর গঠন করা হয়েছে।

নমুনাভুক্ত তরুণদের মধ্যে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক বিশ্লেষণাভিত্তিক অনুমান (estimate) নির্ধারণের জন্য উপর্যুক্ত নমুনা সংখ্যাকে পুনরায় দ্বিগুণ করে প্রতিটি স্তরের জন্য ১,৫৭৪ (= ৭৮৭ X ২) ধরে ১০-২৪ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের নিয়ে নমুনা চয়ন করা হয়েছে। ফলে ১৫টি স্তরে মোট (১৫৭৪ X ১৫ =) ২৩,৬১০ জন নিয়ে নমুনাসংখ্যা নির্ধারিত হয়েছে। এর মধ্যে আছে ১১,৮০৫ জন মেয়ে ও সমসংখ্যক ছেলে।

এ গবেষণায় প্রতিটি স্তরের জন্য চার ধাপে নমুনায়ন করা হয়েছে। প্রথম ধাপে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে গ্রাম ও শহরের জন্য প্রতিটি স্তর থেকে ১৫টি করে উপজেলা এবং মিউনিসিপালিটি/পৌরসভা নির্বাচন করা হয়েছে। সংজ্ঞায়িত

মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য অনুরূপ পদ্ধতিতে ১৫টি থানা নির্বাচন করা হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে নির্বাচিত প্রতিটি উপজেলা থেকে একটি করে ইউনিয়ন ও মিউনিসিপাল্টি/পৌরসভা ও সংজ্ঞায়িত মেট্রোপলিটন এলাকার মধ্য থেকে একটি করে ওয়ার্ড দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচন করা। তৃতীয় ধাপে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে চারটি করে গ্রাম এবং শহর ও মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে ৪টি করে মহল্লা নির্বাচন করা হয়। এতে করে প্রতিটি স্তর হতে ৬০ (=১৫ X ৪) গ্রাম/মহল্লা হিসেবে সমগ্র বাংলাদেশে মোট ৯০০ (=৬০ X ১৫) টি গ্রাম/মহল্লা নির্বাচন করা হয়েছে। এ কাজের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ প্রকাশিত ২০০১ সালের আদম শুমারীর তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। উপর্যুক্ত নমুনায়ন পদ্ধতিতে নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, টাঙ্গাইল, লক্ষীপুর এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা ছাড়া বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫৯টি জেলা নমুনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং এসব এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রতিটি স্তরের জন্য গ্রহণযোগ্য পর্যালোচনা ও অনুমিতি প্রকাশের লক্ষ্যে নমুনায়ন পরিকল্পনায় প্রতিটি স্তরে/স্ট্র্যাটা থেকে ১,৬২০টি করে মোট ২৪,৩০০টি খানা জরিপের পরিকল্পনা করা হয়। এজন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক ২০১২ সালে পরিচালিত খানা আয় ও ব্যয় জরিপের (Household Income and Expenditure Survey 2010) তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রহণযোগ্য অনুমিতি ও পর্যালোচনার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ১০-২৪ বছর বয়সী তরুণ প্রতিনিধি নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি গ্রাম/মহল্লা থেকে ২৭টি করে খানা জরিপ করা হয়। চতুর্থ ধাপে নিয়মক্রমিক দৈবচয়ন পদ্ধতিতে (systematic random sampling) খানা নির্বাচন করা হয়।

চূড়ান্তভাবে বাংলাদেশে ১৫টি স্তরে ২২৫টি উপজেলা/থানা/মিউনিসিপালিটি/ পৌরসভার ৯০০টি গ্রাম/মহল্লা থেকে মোট ২৪,৩০০টি খানা জরিপ করা হয়। এই খানাগুলোর মোট জনসংখ্যা ছিলো ১১৯,২৩২ জন যার মধ্যে ৩৮,৭৫২ জন ১০-২৪ বছর বয়সী তরুণ। এদের মধ্যে ৪,২৫৪ জন ১০-২৪ বছর বয়সী তরুণ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ অথবা শিক্ষানবিশ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে। ২০১২ সালের মে মাস থেকে জুলাই মাস সময়ের মধ্যে

সমুদয় তথ্যসংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করা হয়। সারণী ১ এ নমুনায়নের বিবরণ সন্নিবেশিত হলঃ

সারণী ১: খানা জরিপের নমুনায়ন

বিবরণ/স্ট্র্যাটা	উপজেলা/থানা/ মিউনিসিপাল্টি/ পৌরসভা	গ্রাম/ মহল্লা	খানা সংখ্যা	জনসংখ্যা	১০- ২৪ বছর বয়সী জনসংখ্যা	কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী
গ্রামীণ বরিশাল	১৫	৬০	১,৬২০	৮,৪৪৬	২,৭৫৮	২৪৯
গ্রামীণ চট্টগ্রাম	১৫	৬০	১,৬২০	৮,৫৫৭	২,৭৪৫	২২১
গ্রামীণ ঢাকা	১৫	৬০	১,৬২০	৮,০৯৮	২,৭৪৯	৩১৩
গ্রামীণ খুলনা	১৫	৬০	১,৬২০	৭,৬৪৫	২,৫৭৫	২৫৩
গ্রামীণ রাজশাহী	১৫	৬০	১,৬২০	৬,৯৬৮	২,১২৯	১৮২
গ্রামীণ রংপুর	১৫	৬০	১,৬২০	৭,৩৩৬	২,২৯৮	১৬১
গ্রামীণ সিলেট	১৫	৬০	১,৬২০	৯,৪০০	৩,২৫৬	২৩৭
বরিশাল বিভাগের মিউনিসিপালিটি ও পৌরসভা	১৫	৬০	১,৬২০	৭,৯৪৫	২,৫৩৮	৩৩৩
চট্টগ্রাম বিভাগের মিউনিসিপালিটি ও পৌরসভা	১৫	৬০	১,৬২০	৮,৬৫২	২,৮৩৫	২৭৮
ঢাকা বিভাগের মিউনিসিপালিটি ও পৌরসভা	১৫	৬০	১,৬২০	৭,৯৫৮	২,৬০০	৪৪০
খুলনা বিভাগের মিউনিসিপালিটি ও পৌরসভা	১৫	৬০	১,৬২০	৭,৩৪৭	২,২৩২	৩১৯
রাজশাহী বিভাগের মিউনিসিপালিটি ও পৌরসভা	১৫	৬০	১,৬২০	৬,৯০৩	২,১৯৫	২৬১
রংপুর বিভাগের মিউনিসিপালিটি ও পৌরসভা	১৫	৬০	১,৬২০	৭,৫১৯	২,২৬৭	২৬৫
সিলেট বিভাগের মিউনিসিপালিটি ও পৌরসভা	১৫	৬০	১,৬২০	৮,৮০৭	২,৮৯৬	২২৩
সংজ্ঞায়িত মেট্রোপলিটন সিটি সমূহ	১৫	৬০	১,৬২০	৭,৬৫১	২,৬৭৯	৫১৯
মোট	২২৫	৯০০	২৪,৩০০	১১৯,২৩২	৩৮,৭৫২	৪,২৫৪

প্রধান ফলাফল

ক. বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিত

- আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন আলোচনা ও বিশ্লেষণগুলোতে প্রথাগত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের (টিভিইটি) গন্ডি থেকে বেরিয়ে এসে ব্যাপকতর দক্ষতা বিকাশের রূপরেখা তৈরির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে কিছু বিষয়কে গুরুত্বের সঙ্গে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে আনুষ্ঠানিক সাধারণ শিক্ষার ভূমিকা, জীবনব্যাপী শিখন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির ধারণা, দক্ষতা উন্নয়নের সঙ্গে কর্মসংস্থান নীতির সমন্বয়, সামাজিক সুরক্ষাসহ দক্ষতা ও কর্মসংস্থান এজেন্ডা তৈরী এবং শ্রমিকের মানবিক অধিকার ও মর্যাদা সমুন্নত রাখা। এক্ষেত্রে সরকারের প্রথাগত খাতভিত্তিক ও খন্ডিত কর্মপদ্ধতি এবং নীতি নির্ধারণ এ পর্যন্ত বাংলাদেশে দক্ষতা বিকাশের একটি ব্যাপক ও সমন্বিত পদ্ধতি প্রচলনের সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে।

- মানব সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে দক্ষতা বিকাশের ব্যাপকতর সংজ্ঞা মেনে নিয়ে এর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে সামগ্রিক ও সমন্বিতভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। এগুলোর মধ্যে আছে সাধারণ মৌলিক দক্ষতা (foundational skills), বহুমুখী বিস্তরণযোগ্য দক্ষতা (transferable skills) এবং সুনির্দিষ্ট কর্মকেন্দ্রিক দক্ষতা (job specific skills)। এই সকল দক্ষতা সাধারণত আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ধারায় মৌলিক ও সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে অর্জিত হয়। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নীতি ও কার্যক্রম বিবেচনায় দক্ষতা বিকাশের এ বহুমূখী সংস্থান ও সেবাপ্রদানকারীর ধারণা সামনে রাখতে হবে।

- সবার জন্য শিক্ষার (EFA) তৃতীয় লক্ষ্যে (তরুণদের যথাযথ শিখন এবং জীবন দক্ষতা বিকাশের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ) এর অগ্রগতি পরিবীক্ষণ (monitoring) অবহেলিত রয়ে গেছে। কারণ দক্ষতা অর্জন বিভিন্ন উপায়ে হয় এবং এসংক্রান্ত কার্যক্রমে অনেক অুঘটক বা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট রয়েছে। অধিকন্তু দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের বাস্তবতার নিরিখে কোন দক্ষতা প্রয়োজন এবং তা কিভাবে অর্জন করা যায় সে বিষয়ে গভীরভাবে পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। এই অনিশ্চয়তাগুলোর জন্য এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক তুলনামূলক সূচক, এগুলোর জাতীয় প্রয়োগ ও এগুলোর পরিমাপের উপায় নিয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

- ইএফএ (EFA) ও এমডিজির (MDG) জন্য ২০১৫ পরবর্তী নতুন এজেন্ডা এবং বৃহত্তর পরিসরে দক্ষতা বিকাশের এজেন্ডার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় জীবনব্যাপী শিখনের বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা। এই জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া উৎপাদনশীলতাকে দক্ষতার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে। এই দৃষ্টিভঙ্গির একটি দিক হলো কর্মদক্ষতাকে জ্ঞান, জ্ঞানের অতিরিক্ত সামাজিক ও আবেগিক এবং কর্মসংশ্লিষ্ট কারিগরি উপাদানের সমাহারে একটি বর্ণালি পরিসর (spectrum) হিসেবে দেখা। এই বিভিন্ন দক্ষতা সাধারণ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা এবং নানা ধরনের কর্মনির্দিষ্ট শিখন যেমন শিক্ষানবিশীর মাধ্যমে অর্জন করা যায়। এই প্রসঙ্গে ২০১৫ পরবর্তী সকলের জন্য শিক্ষার এজেন্ডায় দক্ষতা উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা চলছে। এই সব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে টিভিইটি-এর সুযোগ এবং ধারণার পুনর্মূল্যায়ন, অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির সঙ্গে টিভিইটি এর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা, অংশীজন বা স্টেকহোল্ডারদের (stakeholder) ভূমিকার মাধ্যমে সুশাসন ও ব্যবস্থাপনার নতুন ধারণা সৃষ্টি, টিভিইটি-র টেকসই উন্নয়ন ও 'সবুজায়ন', এবং সমাজ ও অর্থনীতির দ্রুত পরিবর্তনের মধ্যে টিকে থাকার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং সব ধরনের অনিশ্চয়তাকে মোকাবেলা করা।

খ. জাতীয় নীতি ও কৌশল পর্যালোচনা

- জাতীয় পর্যায়ে দক্ষতা বিকাশের গুরুত্ব বিবেচনায় এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) ব্যবস্থায় ঘাটতি রয়েছে। একই সঙ্গে দাতা সংস্থার বর্ধিত সাহায্যের ফলে এক্ষেত্রে বেশকিছু সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রথাগত সংজ্ঞায়ন এবং দৃষ্টিভঙ্গির কারণে টিভিইটি অভিগম্যতা, মান, সমতা এবং প্রাসঙ্গিকতার ব্যাপারে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। এই প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলার জন্য রাজনৈতিক ও নীতিগত লক্ষ্য নির্ধারণ করে জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সমর্থনসহ একটি বৃহত্তর এবং সমন্বিত দক্ষতা উন্নয়ন উদ্যোগ প্রয়োজন। এ বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনে যে কোন বাধা বিপত্তি অতিক্রম করতে বদ্ধপরিকর হতে হবে এবং রাজনৈতিক অঙ্গীকার অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

- টিভিইটি উপখাতে আন্তর্জাতিক সাহায্যের বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়নের জন্য নানা প্রাসঙ্গিক বিষয় ও সমস্যার বিশ্লেষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এসব পর্যালোচনা প্রধান সমস্যাগুলো নির্ণয়ে সহায়ক হয়েছে। কিন্তু নীতিমালা প্রণয়ন এবং কৌশল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু জরুরী বিষয় এখনও অবহেলিত। টিভিইটিতে পর্যাপ্ত অর্থায়ন, দক্ষ প্রশিক্ষকের ঘাটতি, শিল্পখাতের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মান নির্ধারণ, নির্ভরযোগ্য যাচাই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিভিন্ন উপায়ে অর্জিত দক্ষতার সমতা নিরূপণ, পরিকল্পিত কার্যক্রমগুলোর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ইত্যাদির ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে আরও সচেষ্ট হওয়া দরকার। পরিকল্পিত পদক্ষেপ এবং সহযোগিতা সমস্যাগুলোর গভীরতার তুলনায় অপ্রতুল। তাছাড়া গৃহীত পদক্ষেপগুলোর কার্যকরী বাস্তবায়নও অনেক সমস্যার সম্মুখীন।

- দক্ষতা বিকাশের বর্তমান কাঠামো ও কর্মপ্রচেষ্টায় বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি), যা এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান, প্রধানত আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়নের

ক্ষেত্রে মনোযোগী যা সরাসরি আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ পরিষদ অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিতে নিয়োজিত দেশের অধিকাংশ কর্মী ও জনশক্তির প্রতি অপর্যাপ্ত নজর দিয়েছে। এই জনশক্তির বড় অংশ কৃষিখাতে কর্মরত। যত দিন পর্যন্ত এ ধরনের একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি বিরাজমান থাকবে ততদিন দারিদ্র মোকাবেলায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের (টিভিইটি) অবদান এবং দক্ষতা বিকাশের মাধ্যমে সাম্য (equity) নিশ্চিত করা ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা দুরূহ হবে।

- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রস্তাবনা, দাতা সংস্থার সাহায্যে সরকারি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উদ্যোগ এ সবই বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো ও ব্যবস্থাপনার আওতায় টিভিইটি সংস্কার এবং এর মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা। কিন্তু পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে মৌলিক পরিবর্তন আনার চেষ্টায় এ বিষয়ে অনেক পর্যালোচনা সত্ত্বেও যথার্থ অগ্রাধিকার প্রদানে ঘাটতি রয়েছে। উপানুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক দক্ষতা বিকাশে কর্মরত সকল অংশীজনদের ভূমিকা পুন:নির্ধারণের ক্ষেত্রে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে, যদিও এগুলো নীতি নির্ধারণী আলোচনায় প্রাধান্য পায়।

- সরকারি নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের (টিভিইটি) সম্প্রসারণ। দাতা সংস্থার সহযোগিতার ক্ষেত্রেও ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। কিন্তু মান, কার্যকারিতা ও বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দ্রুত সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে টিভিইটি-র বিস্তারে বর্তমান সমস্যা এবং অসম্পূর্ণতাগুলো আরও প্রকট হয়ে উঠবে।

- উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় অনেক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে সমন্বয় সাধন করে ও এগুলোকে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে দেখা ও পরিচালনা বর্তমানে একটি বড় সমস্যা। তাই এ গবেষণায় টিভিইটি

সেক্টরের বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে সার্বিক সমন্বয় সাধনের বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অভীষ্ট ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে সামগ্রিক ব্যবস্থার দুর্বলতা দূর করার জন্য এ ধরনের সমন্বয় সাধনের সক্ষমতা তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব হল যে, যেসব প্রকল্প বিভিন্ন সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে তারা নিজেরাই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দক্ষতার সঙ্গে পরিকল্পনা করা, সমন্বয় সাধন করা এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করায় দুর্বল। ফলে তারা আন্তর্জাতিক সাহায্যের পূর্ণ সুযোগ নিতে ব্যর্থ হয়।

গ. জনসংখ্যা কাঠামো উদ্ভূত সুযোগের সদ্ব্যবহার

- প্রজনন হার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসের ফলে জনসংখ্যায় যে পরিবর্তন এসেছে তা বাংলাদেশে 'জনসংখ্যা কাঠামো উদ্ভূত সুযোগ' সদ্ব্যবহারের জন্য একটি সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। শিশু ও বৃদ্ধসহ কর্মহীন জনসংখ্যার আপেক্ষিক স্বল্পতা এবং তাদের কর্মক্ষম জনসংখ্যার ওপর স্বল্পতর নির্ভরতা আগামী অন্তত দু'দশক পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। জনসংখ্যা উদ্ভূত সুযোগের সদ্ব্যবহার নির্ভর করে শ্রমিকের কার্যকর দক্ষতা বিকাশ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষার ওপর।

- ক্রমহ্রাসমান নির্ভরতার আনুপাতিক হার বর্তমান জরিপ থেকেও দেখা গেছে। ২০১২ সালে সর্বসাকুল্যে এ হার ছিল ৫৮%। মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে এ হার ১০ শতাংশ পয়েন্ট নিচে এবং সকল শহর এলাকার জন্য সাধারণভাবে ক্রমহ্রাসমান। তবে গ্রাম এলাকায় আঞ্চলিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্যও বিরাজমান। এই তারতম্যের মাত্রা ছিল সর্বনিম্ন রাজশাহী বিভাগের গ্রাম স্তরে ৫১ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ সিলেট বিভাগের গ্রাম স্তরে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত।

ঘ. মৌলিক ও সঞ্চারণযোগ্য দক্ষতা

- জরিপ অনুযায়ী কোন না কোন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কার্যক্রমে ১০-২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশের বেশি (৬৮%) অংশগ্রহণকারী পাওয়া যায়; ২৯ শতাংশ বর্তমানে কোথাও অংশগ্রহণ করছে না এবং ২ শতাংশের বেশি কখনোই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেনি। ২০০৫-৬ সালের জনশক্তি জরিপের ফলাফলের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, অতীতে যেখানে অর্ধেক জনশক্তিরই (১৫-৫৯ বছর বয়সী) কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না সেখানে বর্তমান শ্রমিকেরা অধিকতর সংখ্যায় শিক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। শিক্ষায় অংশগ্রহণে শহর-গ্রাম এবং নারী-পুরুষের মধ্যে বড় মাপের বৈষম্য দেখা যায়নি; যদিও অনেকক্ষেত্রে ভৌগলিক অবস্থানের কারণে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের বৈষম্যগুলো ভালো করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে টিভিইটি পরিকল্পনার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা/প্রশিক্ষণে বয়সভিত্তিক নিট ভর্তির ক্ষেত্রে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে একটি পতনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যাদের বয়স ১১-১৫ তাদের ভর্তির হার ৫৮.৫ শতাংশ। ১৬-১৭ বছর বয়সের তরুণদের ক্ষেত্রে তা ৩৪.৬ শতাংশে নেমে এসেছে। এই ক্ষেত্রে গ্রামীণ এলাকার জন্য বিশেষভাবে সুযোগের অভাব দেখা যায়। অপরদিকে, উভয় পর্যায়ে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় কমপক্ষে ১০ শতাংশ পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছে।

ঙ. টিভিইটি এবং শিক্ষানবিশিতে অংশগ্রহণ

- ১০-২৪ বছর বয়সী তরুণদের অধিকাংশই (৮৭%) বিভিন্ন মেয়াদের আনুষ্ঠানিক সাধারণ শিক্ষার সুবিধা পেয়েছে। অন্যদিকে মাত্র ৩% অংশগ্রহণকারী আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে। শিক্ষানবিশিতে অংশগ্রহণের হার ছিল ৬ শতাংশ যার মধ্যে বেশিরভাগই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষানবিশিতে

অংশগ্রহণ করেছে (৫.৭%)। প্রতিবেদন অনুসারে উপানুষ্ঠানিক সাধারণ শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার ০.৩ শতাংশ, এবং একাধিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত শতকরা ২ ভাগ। দুই শতাংশেরও কম তরুণ কোন ধরনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সঙ্গে জড়িত ছিল না। এ থেকে দেখা যায় যে, ১০-২৪ বছর বয়সীদের ১১ শতাংশ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষানবিশিতে জড়িত যাদের আবার অর্ধেক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষানবিশিতে সম্পৃক্ত। সুপরিকল্পিত পরিবর্তনের মাধ্যমে দক্ষতা বিকাশে আরও বেশি সংখ্যক তরুণের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। এনজিও পরিচালিত কার্যক্রমে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধির সম্পূরক বা পরিপূরক নমনীয় কৌশল কার্যকর বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ইউসেপ (UCEP) সহ কিছু এনজিও একাজ ইতোমধ্যে শুরু করেছে। এছাড়াও শিক্ষানবিশির সুযোগ প্রসারিত করার জন্য একটি সুসংবদ্ধ উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

- টিভিইটি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দু'টি ধারার প্রাধান্য (bimodal distribution) লক্ষ্য করা গেছে। ডিগ্রী এবং ডিপ্লোমা পর্যায়ে কোর্স (টিভিইটি/শিক্ষানবিশিতে অংশগ্রহণকারীর ১৩.৫%) এবং ৬ মাসের চেয়ে কম সময়ের স্বল্পমেয়াদি কোর্স (টিভিইটি/শিক্ষানবিশিতে অংশগ্রহণকারীদের ২৮%) অপেক্ষাকৃত বেশি তরুণদের আকৃষ্ট করে। নমুনা জনগোষ্ঠীর মাত্র ৫ ভাগ আনুষ্ঠানিক সার্টিফিকেট কোর্স, এস.এস.সি এবং এইচ.এস.সি বৃত্তিমূলক কোর্সে অংশগ্রহণ করেছে। টিভিইটি/শিক্ষানবিশির সব ধরনের দক্ষতা বিকাশের উপায়ের মধ্যে ৫৩% শিক্ষানবিশিকেই (বেশির ভাগই অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা) বেছে নিয়েছে। কিন্তু শিক্ষানবিশি ও পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি বাবদ সনদ প্রদান (accreditation)-এর সুযোগ খুবই সীমিত। এরকম ব্যবস্থা শিক্ষানবিশি ও স্বল্পমেয়াদী কোর্সের প্রসার ও এ ক্ষেত্রে তরুণদের উদ্বুদ্ধ করায় সহায়ক হতে পারে।

- টিভিইটি অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে শহুরে এলাকাগুলো এগিয়ে আছে। গ্রামীণ এলাকাগুলোতে টিভিইটি-তে অংশগ্রহণের হার ২.৪% এবং পৌরসভাগুলোতে এ হার ৩.৩%। মহানগরগুলোতে অংশগ্রহণের হার

৫.৪% যা গ্রাম ও পৌরসভার অংশগ্রহণকারীদের চেয়ে অনেক বেশি। এ বৈষম্য কমিয়ে আনার জন্য গ্রাম ও পৌরসভাগুলোতে উপযুক্ত টিভিইটির ব্যাপক প্রসার প্রয়োজন।

- জেন্ডার বিবেচনায়, টিভিইটি-তে মেয়েদের অংশগ্রহণ ছেলেদের এক তৃতীয়াংশ মাত্র (৩.৩% এর বিপরীত ১.২%)। একইভাবে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষানবিশির ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ ছেলেদের তুলনায় অর্ধেকেরও কম (৩.৬% এবং ৭.৮%)। আনুষ্ঠানিক শিক্ষানবিশির ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের অংশগ্রহণ অনেক কম ছিল (ছেলেদের ক্ষেত্রে ০.৪% এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ০.৩%)। টিভিইটি এবং শিক্ষানবিশিতে মেয়েদের একই নাজুক অবস্থান সাধারণ শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের সুবিধাজনক অবস্থানের বিপরীত। দক্ষতা বিকাশের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন থেকে চলতে থাকা এ ব্যবধান কমিয়ে আনতে এখনই অগ্রাধিকারভিত্তিতে নজর দেওয়া প্রয়োজন।
- মাধ্যমিক পর্যায়ে (ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি) টিভিইটি অংশগ্রহণের হার মাধ্যমিকে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর ১.১% যা এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় অর্ধেক। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি) এ অংশগ্রহণের হার কিছুটা উন্নীত হয়ে ৪.৭% হয়েছে। এক্ষেত্রেও শহুরে এলাকাগুলো সুবিধাজনক অবস্থানে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উভয় পর্যায়ে মেয়েরা বিশেষভাবে বঞ্চিত অবস্থানে আছে।

চ. মানসহ সমতা

- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়। ১০-২৪ বছর বয়সীদের ক্ষেত্রে, যাদের পরিবারের দৈনিক মাথা পিছু আয় এক ডলারের কম তাদের কোন ধরনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের হার, যাদের পারিবারিক দৈনিক মাথা পিছু আয় দুই ডলারের বেশি তাদের তুলনায় ১৩ শতক পয়েন্ট কম (৬৫.৩% এবং ৭৮.১%)। আর যারা কখনই কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি

হয়নি তাদের সংখ্যা দরিদ্র পরিবারগুলোতে অন্যান্য পরিবারের তুলনায় ৩ গুণ বেশি (২.৮% দরিদ্র এবং ০.৮% অন্যান্য পরিবার)।

- পরিবারের আয়ের পরিমাণ টিভিইটি এবং শিক্ষানবিশিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। আনুষ্ঠানিক দীর্ঘমেয়াদী টিভিইটি ডিগ্রী এবং ডিপ্লোমার ক্ষেত্রে যাদের মাথাপিছু দৈনিক আয় ২ ডলারের বেশি তাদের পৃষ্ঠপোষকতার হার যাদের মাথাপিছু দৈনিক আয় ১ ডলারের কম তাদের দ্বিগুণ। অন্যদিকে এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি বৃত্তিমূলক কোর্সগুলোতে দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের অংশগ্রহণের হার উল্লেখযোগ্য হারে বেশি। এছাড়াও শিক্ষানবিশিতে দরিদ্র পরিবারের তরুণদের অংশগ্রহণের হার অন্যান্য পরিবারের তুলনায় দ্বিগুণ। বেসরকারি সেবাপ্রদানকারীরা যে সকল স্বল্পমেয়াদী ট্রেড কোর্স চালায় সেগুলোতে প্রধাণত যেসব পরিবারে মাথাপিছু দৈনিক আয় ২ ডলারের বেশি তাদের সন্তানরাই অংশগ্রহণ করে। এ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যে তারতম্য লক্ষ্য করা যায় তার মূল কারণ হল অংশগ্রহণকারীর জন্য এসব কোর্সের ব্যয়ভার। এস.এস.সি. ও এইচ.এস.সি. বৃত্তিমূলক কোর্সগুলো এবং শিক্ষানবিশির খরচ যেকোন দীর্ঘমেয়াদী ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা কোর্সের এবং বেসরকারি সেবাপ্রদানকারীদের স্বল্পমেয়াদী কোর্সের চেয়ে অনেক কম। মেয়েদের সার্বিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। কারণ আয়ের হিসাব নির্বিশেষে বিভিন্ন টিভিইটি কার্যক্রমে মেয়েদের অংশগ্রহণের হার ছেলেদের অংশগ্রহণের হারের অর্ধেকেরও কম।

- খানা জরিপের মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষা ও টিভিইটি-এর মান সম্পর্কিত কোন সরাসরি (direct) প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়নি। যারা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলোতে অংশগ্রহণ করেছে তাদের সার্বিকভাবে নিম্ন আয় এবং উৎপাদনশীলতার বিচারে দক্ষতা বিকাশের কার্যকারিতা প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে যায়। তাছাড়া দক্ষতা বিকাশে অংশগ্রহণকারীদের আয়কে সার্বিক মাথাপিছু আয় ও দারিদ্রসীমার আয়ের সঙ্গে তুলনা করলে শিখনের ফলাফল এবং অর্জিত যোগ্যতা ও দক্ষতা নিয়ে নানা প্রশ্নের উদ্রেক হয়।

- অন্যান্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন থেকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মান এবং এর শিখন ফলাফল নিয়ে সাধারণ সমস্যার কথা উঠে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ২০০৬, ২০০৮ ও ২০১১ সালে তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন (National Student Assessment-NSA) প্রয়োগ করেছিল। একইভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ ২০১২ সালে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীর মধ্যে তাদের শিখনের হার যাচাই করে। অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের খুব ক্ষুদ্র একটি অংশ শ্রেণি অনুযায়ী তাদের প্রত্যাশিত পর্যায়ে রয়েছে বলে এ সমীক্ষায় দেখা গেছে। প্রাথমিক পর্যায়ের নিম্নবর্ণিত শিখন ফলাফলগুলো উদ্বেগজনক:
    - ২০১১ সালের প্রাথমিক পর্যায়ের যাচাই অনুযায়ী, পঞ্চম শ্রেণি পাশ করার পর প্রতি চার জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র একজন বাংলায় এবং প্রতি তিন জন শিক্ষার্থীর মধ্যে একজন গণিতে প্রাথমিক কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে পেরেছে।
    - নির্ধারিত প্রান্তিক যোগ্যতা যাচাই–এর জন্য যে মানদণ্ড ব্যবহৃত হয়েছে তা আন্তর্জাতিকভাবে নির্ধারিত পাঠ ও সাক্ষরতা পরিবীক্ষণের (PIRLS) তুলনায় নিম্নমানের।
    - NSA এবং অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উপর যাচাই থেকে প্রাপ্ত ফলাফল, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা, নিম্ন মাধ্যমিক পরীক্ষা, এস.এস.সি. ও এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় উচ্চ পাশের হার এবং প্রতি বছর পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে শিক্ষার্থীদের কৃতীর উন্নতির হিসেবের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ।

ছ. পারিবারিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যয়

- সাধারণ শিক্ষায় অংশগ্রহণকারী একজন শিক্ষার্থীর জন্য পারিবারিক মাসিক গড় শিক্ষা ব্যয় হল ১,২৫৭ টাকা যা টিভিইটি-এর ক্ষেত্রে

২,৫৭৭ টাকা। এর মধ্যে স্কুলের ফি বাবদ সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য ৭% এবং টিভিইটির ক্ষেত্রে এক চতুর্থাংশ ব্যয় হয়। সাধারণ শিক্ষার খরচ শহর অঞ্চলগুলোতে উল্লেখযোগ্য হারে বেশি। অন্য দিকে টিভিইটির খরচ গ্রামীণ এলাকাগুলোতে শহরের তুলনায় কিছুটা বেশি। গ্রাম এলাকায় টিভিইটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর ছড়িয়ে থাকা অবস্থানের জন্য এতে অংশগ্রহণকারীদের যাতায়াত ও বাসস্থানের জন্য পরিবারের বেশি ব্যয় হয়।

- গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, সব ধরনের শিক্ষা ও টিভিইটি-এর ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য মাথাপিছু খরচের পরিমাণ অনেক কম। সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে গড়ে মাথাপিছু মেয়েদের জন্য খরচ ছেলেদের তুলনায় ১০% কম; টিভিইটি-এর ক্ষেত্রে ৩০% কম এবং উপানুষ্ঠানিক টিভিইটি ও শিক্ষানবিশির ক্ষেত্রে অর্ধেক।

জ. শিক্ষা/প্রশিক্ষণের পর তরুণদের কর্মসংস্থান ও আয়

- ১০-২৪ বছর বয়সীদের একটি বড় অংশ (৫৩%) গৃহস্থালী বিভিন্ন কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত যাদের কোন নগদ আয় নেই। অন্যদিকে ২২% তরুণ আত্ন-কর্মসংস্থানে এবং ১৫.৮% বেতনভোগী পূর্ণসময় কর্মসংস্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এছাড়া, ৫.৫% তরুণ বেকার এবং ৩.৭% খন্ডকালীন চাকুরি করে।

- ১৫- ২৪ বছর বয়সীদের দলে একটি বড় অংশ শিক্ষা/প্রশিক্ষণের সঙ্গে সম্পৃক্ত না থেকে কর্মক্ষেত্রে থাকবে বলে প্রত্যাশিত। সেখানেও ১০-২৪ বছরের তরুণদের সঙ্গে সামগ্রিক পরিসংখ্যানে উল্লেখযোগ্য কোন তারতম্য লক্ষ্য করা যায়নি। এই তারতম্য খুবই নগন্য- ৫৪ ভাগ গৃহস্থালী কাজ, ২২ ভাগ আত্ন-কর্মসংস্থান, ১৬ ভাগ বেতনভোগী কর্মসংস্থান, ৩ ভাগ খন্ডকালীন চাকুরির সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং ৪ ভাগ বেকার। এ দু,দলেই সর্বমোট গৃহস্থালী কাজে

এবং আত্ন-কর্মসংস্থানে নিযুক্ত তরুণদের সর্বমোট পরিমাণ প্রায় ৮০ ভাগ যা অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে কর্মসংস্থানের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ।

- ২০-২৪ বছর বয়সী তরুণদের মাসিক গড় আয় ৬,২৮০ টাকা যা বার্ষিক মাথাপিছু গড় আয়ের ৭৫,০০০ টাকার (৮৫০ ডলার) সমতূল্য। মাসিক আয় প্রত্যেকের শিক্ষা/প্রশিক্ষণে, শিক্ষানবিশিতে, টিভিইটিতে ও সাধারণ শিক্ষায় অর্জনের ওপর নির্ভরশীল। টিভিইটি প্রাপ্ত ব্যক্তির সর্বোচ্চ মাসিক আয় ৭,৩৭৩ টাকা ও কোন ধরনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ছাড়া একজন ব্যক্তির আয় ৪,৪৪২ টাকা; যা টিভিইটি প্রাপ্ত ব্যক্তির তুলনায় শতকরা ৪০ ভাগ কম। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের আয়ের তারতম্য উল্লেখযোগ্য নয়। শিক্ষানবিশি থেকে যারা কর্মসংস্থানে এসেছে তাদের আয় সাধারণ শিক্ষা থেকে আগতদের থেকে বেশি; তবে তা টিভিইটি থেকে আগতদের থেকে কম।

- প্রত্যাশিতভাবেই, সর্বক্ষেত্রে গ্রামীণ এলাকাগুলোর তুলনায় শহরে গড় আয়ের পরিমাণ বেশি। মহানগর এলাকায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একজন শ্রমিকের সর্বোচ্চ গড় আয় ৮,৩১৩ টাকা, যা গ্রাম এলাকায় কোন ধরনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণহীন একজন শ্রমিকের আয়ের (৪,০৭৯ টাকা) দ্বিগুণ।

- ১০-২৪ বছর বয়সী নারীদের গ্রাম এলাকায় গড় মাসিক আয় ২,৬৬৭ টাকা যা সেখানে ছেলেদের আয়ের (৫,৪৭৬ টাকা) অর্ধেকেরও কম। তবে টিভিইটি প্রাপ্ত নারীদের গড় আয় কিছুটা উন্নীত হয়ে ছেলেদের গড় আয়ের ৫৬ শতাংশে পৌঁচছে। যেসব নারীর কোন ধরনের শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ নেই তারা অধিকতর অসুবিধায় আছে। তাদের আয় পুরুষদের আয়ের এক তৃতীয়াংশ। কিন্তু এ বৈষম্য শহর ও মহানগর এলাকায় কিছুটা কম।

- এ সমীক্ষায় কর্মীদের আয় সম্পর্কে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নজরে এসছে। প্রথমত ২০-২৪ বছর বয়সী টিভিইটি প্রাপ্ত শ্রমিকের মাথাপিছু গড় আয় মাথাপিছু জাতীয় আয়ের কাছাকাছি, যা থেকে

সহজেই অনুমেয় যে দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকও নিম্ন উৎপাদনশীলতা ও নিম্ন আয়ের ফাঁদে আটকে আছে। এই পরিসংখ্যান একটি সত্যকে ঢেকে রাখছে। তা হল গড়ে শ্রমিকদের প্রায় ৬০ শতাংশ দৈনিক ১.২৫ ডলারের চেয়েও কম আয় করে বেঁচে থাকে- যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দারিদ্র্য রেখার সর্বনিম্ন মাত্রা। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন ধরনের টিভিইটি যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীদের আয়ের তুলনামূলকভাবে পার্থক্য না থাকায় সাধারণভাবে মানের দূর্বলতার লক্ষণ নির্দেশ করে। তাছাড়া এ অবস্থা টিভিইটি থেকে অর্জিত দক্ষতার সঙ্গে কর্মসংস্থানের অমিলের ইঙ্গিত দেয়। এ দু'টি বিষয়ের মূল কারণ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এথেকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মানের সমস্যার পাশাপাশি শ্রম বাজার এবং শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা এবং এসংক্রান্ত নীতি বাস্তবায়নে সুস্পষ্ট সমস্যার প্রতিও অঙ্গুলি নির্দেশিত হয়।

ঝ. তরুণদের অভিরুচি ও প্রত্যাশা

- সার্বিকভাবে দুই-তৃতীয়াংশ তরুণ টিভিইটিতে অংশগ্রহণের জন্য তাদের আগ্রহের কথা জানিয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতার সঙ্গে এ আগ্রহ পরিবর্তিত হয় বলে লক্ষ্য করা গেছে। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্তর সমাপ্ত করা এবং এসব স্তরে অধ্যয়নরতদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ টিভিইটি সংক্রান্ত সুযোগের ব্যাপারে তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। প্রাথমিক স্তর সমাপ্ত করা এবং এ স্তরে অধ্যয়নরতদের অপেক্ষাকৃত কম অংশ, প্রায় অর্ধেক, টিভিইটি-এর প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছে। অনুমান করা যায় যে তারা অধিকতর সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজন বোধ করে।
- তরুণরা কোন ধরনের টিভিইটি কোর্সের ব্যাপারে আগ্রহী তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আনুষ্ঠানিক ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্স, এমনকি স্নাতক পর্যায়ের টিভিইটি-এর তুলনায়ও স্বল্পমেয়াদী ট্রেড কোর্সে তাদের অধিকতর আগ্রহ

রয়েছে। কতটা দীর্ঘ সময়ের কোর্স তাদের পছন্দ এ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ তথ্য প্রদানকারী স্বল্পতর সময়ের কোর্স সমর্থন করেছেন। তাদের মধ্যে শতকরা প্রায় আশি ভাগ ছয় মাসের কম সময়ের কোর্স অধিক পছন্দ বলে জানিয়েছে।

- সাধারণভাবে স্বল্পতর সময়ের ট্রেড কোর্সগুলো জনপ্রিয় এবং ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মধ্যে এগুলো অধিক জনপ্রিয় বলে লক্ষ্য করা গেছে। ৩৭.১% ছেলে স্বল্পতর সময়ের কোর্স পছন্দ বলে জানিয়েছে। মেয়েদের মধ্যে এই হার ৫৬.৪%। শহর এবং গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই এই প্রবণতা দেখা গেছে। মেয়েদের তুলনায় অধিক সংখ্যক ছেলে (মেয়ে ৩৫%, ছেলে ৪২.১%) শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করার আগ্রহের কথা জানিয়েছে।

- টিভিইটি কোর্সের জন্য কত অর্থ ব্যয় করতে ইচ্ছুক, এ প্রশ্ন করা হলে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তথ্যদাতা জানায় তাদের মতে এ ধরনের কোর্সগুলো বিনামূল্যে হওয়া উচিত। অন্য এক-তৃতীয়াংশ তথ্যদাতা প্রতি মাসে ১০০-৩০০ টাকা ব্যয় করতে প্রস্তুত। বাকী এক-তৃতীয়াংশ প্রতি মাসে ৪০০ টাকা বা তার অধিক ব্যয় করতে সম্মত আছে। টিভিইটি-এর সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশের নিম্নআয় এবং সাধারণ দারিদ্র্যের সঙ্গে অর্থ ব্যয়ের আগ্রহ সম্পর্কযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়।

- শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়নের সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষা, টিভিইটি এবং শিক্ষানবিশি সকল ক্ষেত্রেই একই ধরনের বিষয়গুলো শীর্ষ সমস্যা হিসেবে উঠে এসেছে। অকার্যকর শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতির ব্যবহারের বিষয়টি তথ্য প্রদানকারীরা একাধিকবার বলেছে (শিক্ষানবিশির জন্য ৩৪.৩%, টিভিইটি-এর জন্য ২৭.৩% এবং সাধারণ শিক্ষার জন্য ১৮%)। এর পাশাপাশি তথ্য প্রদানকারীদের মধ্যে অনেকে অপ্রতুল ভৌত অবকাঠামোর উল্লেখ করেছে (শিক্ষানবিশির জন্য ২২.১%, টিভিইটি-এর জন্য ২৬.৮% এবং সাধারণ শিক্ষার জন্য ৩৯%)। শৌচাগার, পানি ও বিদ্যুতের

মত মৌলিক সুবিধাদির সীমাবদ্ধতার কথাও তারা বলেছে (শিক্ষানবিশির জন্য ১৩.৬%, টিভিইটি-এর জন্য ১৫.২%, সাধারণ শিক্ষার জন্য ২৫.৪%)। শিক্ষা ও দক্ষতা বিকাশের কার্যক্রমে সীমাবদ্ধতা ও দূর্বলতা দূরীকরণের পরামর্শের ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানকারীরা তাদের চিহ্নিত উপর্যুক্ত সমস্যাগুলো সমাধানের পদক্ষেপের ওপর জোর দিয়েছে।

ঞ. বিশেষ চাহিদা ও বিপন্নতা

- বর্তমান জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় বিশেষভাবে সুবিধাবঞ্চিত ও বিভিন্নভাবে বিপন্ন জনগোষ্ঠীর তথ্য উঠে আসেনি। আলাদাভাবে ক্ষুদ্র সংখ্যক হলেও এ জনগোষ্ঠী সম্মিলিত ভাবে মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশ। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং সেই অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিপন্ন ও সুবিধাবঞ্চিত এ গোষ্ঠীগুলোর প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন। এ গবেষণায় কিছু কেস স্টাডি (case study) এ বিষয়টির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।
- কেস স্টাডিগুলো বিশেষ কিছু দুর্বলতার চিত্র তুলে ধরেছে যা সম্মিলিতভাবে জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশের ওপর প্রভাব ফেলে। দারিদ্র সুবিধাবঞ্চিত ও বিপন্ন গোষ্ঠীগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট। দারিদ্রের সঙ্গে এসব গোষ্ঠীর অন্যান্য প্রতিকূলতার যোগসূত্র রয়েছে। ভৌগলিক অবস্থান নৃতাত্বিক জাতিস্বত্তা ও ভাষাগত বৈশিষ্ট এবং ঐতিহ্যগত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য মানুষের দক্ষতা উন্নয়নের সম্ভাবনা, সুযোগ ও প্রত্যাশা নির্ধারণ করে। সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর কিশোর ও তরুণদের উপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক এবং জেন্ডার নর্ম-এর সমন্বিত প্রভাব এ প্রতিবেদনের কেস স্টাডিগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। মানুষের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট যেমন প্রতিবন্ধীতা ও বিশেষ চাহিদা এ বড় জনসমষ্টির দক্ষতা বিকাশের সম্ভাবনা ব্যাহত করে। এসব মানুষের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিশেষ ব্যবস্থা না নিলে তারা প্রতিনিয়ত নিজেদের বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

সুপারিশমালা

এডুকেশন ওয়াচ পরিচালিত বর্তমান জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ওপর ভিত্তিকরে এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে নিচের সুপারিশগুলো উপস্থাপন করা হলো। গবেষণা দলের নিজস্ব বিবেচনা এবং বিভিন্ন ধাপে এডুকেশন ওয়াচ-এর উপদেষ্টা বোর্ড ও টেকনিক্যাল কমিটি সদস্যদের মতামত নীতি সম্পর্কিত বিষয়ে প্রস্তাবিত সুপারিশগুলো তৈরিতে দিকনির্দেশনা দিয়েছে।

দক্ষতা বিকাশে প্রধান সব অনুঘটক যেমন: সরকার, বেসরকারি খাত, এনজিও, একাডেমিক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির নির্দিষ্ট দায়িত্বের ভিত্তিতে গবেষণা দল নীতিমালা ও কার্যাবলির অগ্রাধিকারে সুপারিশগুলো বিভিন্ন ভাগে ভাগ করার কথা বিবেচনা করেছিল। কিন্তু গবেষণা দল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, মূখ্য বিষয়গুলোতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রধান অংশীজনদের একটি সহযোগিতামূলক ও সমন্বিত পন্থা ও দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে কাজ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকার রাজনৈতিক অঙ্গীকারের ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপকল্প অবলম্বনের মাধ্যমে এ উদ্যোগকে উৎসাহ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। এ সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান অংশীজনের আলাদা প্রচেষ্টার চেয়ে সমন্বিত ও সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়েছে। অতএব, সুপারিশগুলোকে বিভিন্ন প্রধান প্রতিপাদ্যের (theme) আঙ্গিকে তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে।

সুপারিশসমূহকে মোট ছয়টি প্রধান থীমে ভাগ করা হয়েছে- উচ্চপর্যায়ের নীতি নির্ধারণের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা, দক্ষতা প্রসারের কৌশল, মানসহ সমতা নিশ্চিত করা, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, ব্যয় ও সম্পদ আহরণ এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যবস্থাগ্রহণ।

ক. উচ্চপর্যায়ের নীতি নির্ধারণের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা

- টিভিইটি-এর সীমিত গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে সাধারণ শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ, কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা বিকাশসহ অন্যান্য পেশাগত প্রশিক্ষণ- এসবগুলোর সমন্বয়ে একটি ব্যাপক দক্ষতা বিকাশের রূপরেখা তৈরি প্রয়োজন। এই প্রচেষ্টা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেবে।

  ক) জীবনব্যাপী শিক্ষা ও দক্ষতা তৈরির প্রেক্ষিত;
  খ) দক্ষতা উন্নয়নের সঙ্গে কর্মসংস্থান নীতির সমন্বয়; এবং
  গ) দক্ষতা ও কর্মসংস্থান এজেন্ডার সঙ্গে সামাজিক সুরক্ষা এবং শ্রমিকের মানবিক অধিকার ও মর্যাদাকে সম্পৃক্ত করে দেখা।

- জাতীয় নীতি নির্ধারক এবং সিদ্ধান্ত প্রণেতাদের নেতৃত্ব এবং সংকল্পের মাধ্যমে সরকারের প্রচলিত খাতভিত্তিক বিচ্ছিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ধারা থেকে বের হয়ে আসা উচিত যা দক্ষতা বিকাশের ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির সম্ভবনা বৃদ্ধি করবে। এক্ষেত্রে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদের (এনএসডিসি) তার ম্যান্ডেট অনুযায়ী একটি বিশেষ ভুমিকা রয়েছে।

- মানব সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে দক্ষতা বিকাশের ব্যাপকতর সংজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য মৌলিক/বুনিয়াদি দক্ষতা, বহুমুখী ও বিস্তরণযোগ্য দক্ষতা, কর্মকেন্দ্রিক দক্ষতাসহ মানব সক্ষমতার ব্যাপক ও প্রসারিত ধারণায় সমন্বিত মনোনিবেশ প্রয়োজন। এ সকল দক্ষতার সংস্থান আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং কর্মসূচির মাধ্যমে করা হয়। টিভিইটি উপখাতে নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের সম্বন্ধে এ প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গিকে চিন্তা ও বিশ্লেষণের কাঠামো হিসেবে গ্রহণ করা উচিত ।

- দক্ষতা বিকাশের ক্ষেত্রে ২০১৫ পরবর্তী এজেন্ডার ওপর আলোচনাগুলোতে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা ও সেগুলোর সংস্থানের উপায়

স্থান পাওয়া উচিত। জ্ঞানভিত্তিক ও এর বাইরের আবেগিক ও সামাজিক দক্ষতা এবং কারিগরি দক্ষতা একটি বর্ণালি পরিসরের (spectrum) অংশ। এগুলো অর্জিত হয় সাধারণ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা এবং শিক্ষানবিশিসহ কর্মক্ষেত্রে শিখন ইত্যাদির মাধ্যমে। এসব দক্ষতা জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে। ২০১৫ পরবর্তী দক্ষতা বিকাশের ব্যাপারে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের মধ্যে রয়েছে: টিভিইটি-এর সুযোগ এবং ধারণা পুনর্মূল্যায়ন; অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির মধ্যে অনানুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং টিভিইটি-কে লালন করা; উন্নয়নের নতুন ক্ষেত্রগুলোর সঙ্গে টিভিইটি-এর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি; ব্যবস্থাপনা ও সুশাসনের ক্ষেত্রে নতুন ধারণায় বিভিন্ন ধরনের অংশীজনকে অন্তর্ভুক্ত করা; টিভিইটি-এর টেকসই উন্নয়ন ও 'সবুজায়ন' এবং বিভিন্ন ধরনের অনিশ্চয়তার মোকাবেলা করার সামর্থ্য।

- যদিও সাধারণ মৌলিক শিক্ষা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদের প্রত্যক্ষ এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে না, তবুও জাতীয় দক্ষতা বিকাশ নীতিমালা সম্পর্কিত আলোচনা এবং প্রাগ্রসর ভূমিকায় দক্ষতা ও সক্ষমতা বিকাশের পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগানো উচিত।
- সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষিত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিলের (এনএসডিসি) প্রথাগত কর্মসংস্থান-সংশ্লিষ্ট আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়কে ছাড়িয়ে এর দৃষ্টির সীমানাকে প্রসারিত করা উচিত। শ্রমজীবী ও সম্ভাব্য শ্রমজীবী, যারা অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির মধ্যে রয়েছে, তাদের এনএসডিসি-এর নীতি ও কর্মপরিধির মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে কার্যকর নীতি গ্রহণ এবং বাস্তবায়নযোগ্য কর্মকৌশল প্রয়োজন। এ সবের মধ্যে রয়েছে- পর্যাপ্ত টিভিইটি অর্থায়ন, নিবেদিত ও দক্ষ টিভিইটি প্রশিক্ষকের ঘাটতি পূরণ, শিল্পের সঙ্গে যোগসূত্র বৃদ্ধি, টিভিইটি কার্যক্রমে গুণগত মানের প্রয়োগ, দক্ষতার যথার্থ কার্যকর মূল্যায়ন ও বিভিন্ন উপায়ে অর্জিত দক্ষতার সমতা প্রতিষ্ঠা এবং পরিকল্পিত কর্মসূচির যথার্থ বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর হয়ে কাজ করা।

- শিক্ষানীতি ২০১০ এর অভীষ্ট লক্ষ্যের পাশাপাশি ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (২০১১-১৫) অন্তর্ভুক্ত এবং দাতাদের সমর্থনপুষ্ট সরকারের টিভিইটি উন্নয়নের বিস্তার ও বাস্তবায়নে প্রচলিত সংগঠন কাঠামো ও ব্যবস্থাপনার অবয়বের বাইরে বেরুনো প্রয়োজন। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণে নীতি ও কাজে অগ্রাধিকার দিতে হবে। পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, জবাবদিহিতার প্রতিষ্ঠা এবং বেসরকারী খাত ও অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষানবিশি প্রদানকারীদেরসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মী ও অংশীজনের ভূমিকা পূণর্সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন। এসব কথা নীতিমালায় থাকলেও কাজে প্রাধান্য পায়না।
- তিন-চতুর্থাংশের অধিক তরুণদের আত্ম-কর্মসংস্থান এবং গৃহস্থালী কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কারণে স্বল্প-উৎপাদনশীলতা এবং স্বল্প মজুরির ফাঁদটি তৈরি হয়েছে। সাধারণ শিক্ষা ও টিভিইটি-এর নিম্নমান এবং ফলাফলের সঙ্গেও সমস্যাটি সংযুক্ত। এ ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য সাধারণ শিক্ষা ও টিভিইটি-এর মান উন্নয়ন, প্রাসঙ্গিকতা ও কার্যকর বাস্তবায়নের দিকে নজর দেয়া উচিত। পাশাপাশি প্রয়োজন উপানুষ্ঠানিক ও শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগের মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষার গুণাগুণ ও প্রাসঙ্গিকতার অভাবকে দূর করা। এসব পদক্ষেপ শ্রমবাজারে গৃহীত পদক্ষেপ ও শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষার সঙ্গে যুক্ত ও সমন্বিত হওয়া উচিত। এসব কার্যকলাপ সমন্বিত জাতীয় দক্ষতা ও কর্মসংস্থান এজেন্ডা দ্বারা পরিচালিত এবং শ্রমিকের মানবাধিকার ও মানবিক মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত।
- জনসংখ্যা রূপান্তরজনিত বাংলাদেশের ক্রমহ্রাসমান প্রজনন হার ও জনসংখ্যার হার একটি সম্ভাব্য 'জনসংখ্যা মুনাফা' লাভের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। কর্মজীবীদের উপর অর্কমজীবীদের নির্ভরতার এই নিম্ন আনুপাতিক হারের ফলে উদ্ভূত সুযোগের দ্বার আরো প্রায় দু'দশক খোলা থাকবে। জনসংখ্যা মুনাফা (population dividend)–এর সুযোগের সদ্ব্যবহার কার্যকর দক্ষতার বিকাশ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং শ্রমজীবীদের সামাজিক সুরক্ষার উপর নির্ভরশীল যা শ্রমিকদের 'শোভন কাজ' (decent work) নিশ্চিত করে।

খ. দক্ষতা বিকাশের সম্প্রসারন - কি ধরনের?

- আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক টিভিইটি-এর সম্প্রসারণ অপরিহার্য। কিন্তু উপযুক্ত সংস্কার ছাড়া টিভিউটি-এর সম্প্রসারণের ফলে বর্তমানের সমস্যা ও ঘাটতিগুলো আরও বৃহদাকারে দেখা দিতে পারে। তাই নীতিমালা এবং কর্মসূচিগুলোতে অবশ্যই মান, দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও বাজার সংবেদনশীলতার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে কার্যকরভাবে এগুলো বাস্ত বায়ন করা উচিত।
- শিক্ষানবিশিসহ সবধরনের টিভিইটি-তে তরুণদের (১০-২৪ বছর) বর্তমান অংশগ্রহণ প্রায় এগার শতাংশ থেকে উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো উচিত। তরুণদের পছন্দের ও চাহিদার উপর ভিত্তি করে চাহিদা মোতাবেক ও নমনীয় স্বল্পমেয়াদী কোর্স এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষানবিশিতে (বর্তমানে অংশগ্রহণ ৬ শতাংশ) এজন্যে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।
- মাধ্যমিক পর্যায়ের টিভিইটি-তে ভর্তির হার (১.১ শতাংশ) খুবই নগণ্য যা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা উচিত। কিন্তু এক্ষেত্রে বর্তমান কার্যক্রমগুলোর সম্প্রসারণ না করে এর সংস্কারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের গুণগত মান উন্নয়ন এবং বাজার সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করতে হবে।
- তরুণদের একটি বিশাল অংশ যারা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে বা ঝরে পড়েছে, তাদের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে, উপানুষ্ঠানিক সাধারণ শিক্ষা ও দক্ষতা বিকাশের একটি দ্বিতীয় সুযোগ সৃষ্টি করা উচিত। এই ধরনের উদ্যোগ একটি সামগ্রিক দক্ষতা বিকাশ কৌশল এবং পরিকল্পনার প্রধান উপাদান হতে পারে। তবে মানের নির্ণায়ক স্থির করে এগুলোর প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয় সুযোগ যাতে দরিদ্রদের জন্য 'দ্বিতীয় শ্রেণির' কার্যক্রমে পরিণত না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে।
- পূর্বাভিজ্ঞতার মূল্যায়ন ও স্বীকৃতিসহ নানাবিধ পন্থায় অর্জিত দক্ষতা যাচাই, এগুলোর সমতার মূল্যায়ন, শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ ও

উপানুষ্ঠানিক দক্ষতা বিকাশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এ উদ্যেশ্যে উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ও যাচাই প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

- প্রতিটি উপজেলায় কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের সরকারি পরিকল্পনা প্রচলিত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা ও ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত ও সমাধান করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ছোটখাট মেরামতির পরিবর্তে বড় ধরনের পরিবর্তন দরকার। এই উদ্যোগে নমনীয়তা, গুণগত মানের প্রয়োগ, বাজার প্রাসঙ্গিকতা, তরুণদের প্রবেশের ও সুযোগের সমতা, কর্মজীবি কিশোরদের জন্য ব্যবস্থা এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে জবাবদিহিতাসহ অধিকতর কর্তৃত্ব এবং শ্রম ব্যবহারকারীদের অংশীদারিত্বের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ইউসেপ (UCEP)-এর সমন্বিত সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা প্রকল্পের অনেকগুলো উপাদান ও ব্যবস্থাপনা চলমান ধারায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের দিক নির্দেশ করে।

গ. সমতাসহ মান

- দরিদ্র জনগোষ্ঠির দক্ষতা বিকাশের জন্য ব্যাপকভাবে কার্যকর স্বল্পমেয়াদী কোর্স এবং শিক্ষানবিশির সুযোগ সৃষ্টি করা উচিত। যাদের মাথাপিছু দৈনিক আয় এক ডলারের কম তারা এ সুবিধা ভোগ করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন করা ও প্রশিক্ষণকে চাকুরির বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা বিশেষভাবে দরকার, যাতে অংশগ্রহণকারীদের আয় এবং কর্মপরিবেশের উন্নতি ঘটে।

- যাদের টিভিইটি প্রশিক্ষণ রয়েছে তাদেরও বর্তমানে গড় আয় জাতীয় মাথাপিছু আয়ের সমতুল্য বা তার কাছাকাছি। এ অবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে তাদের জন্য ভাল বেতন ও কাজের পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে "শোভন কাজের" সুযোগ সৃষ্টি করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে "মৌলিক/বুনিয়াদি দক্ষতার" জন্য মানসম্মত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অপরিহার্য। তেমনি বহুমুখী "স্থানান্তরযোগ্য দক্ষতা" অর্জিত হয় মাধ্যমিক শিক্ষা ও টিভিইটি-এর মাধ্যমে এবং "পেশাভিত্তিক দক্ষতা" উচ্চমানের টিভিইটি ও শিক্ষানবিশির মাধ্যমে

নিশ্চিত করা সম্ভব। এই সব দক্ষতা বিকাশের পদক্ষেপগুলোকে চাকুরির বাজারের নীতি ও কৌশল বাস্তবায়নের পরিপূরক হতে হবে এবং শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষার সঙ্গে সমন্বিত হতে হবে। উচ্চমানের মৌলিক শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ এক্ষেত্রে একটি প্রধান কৌশল হতে পারে।

- সাধারণ শিক্ষা ও টিভিইটি'তে অবকাঠামোগত, শিক্ষা পরিবেশ ও উপকরণ এবং শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যেসব সমস্যা প্রায়শই উঠে আসে সেই সব সমাধান প্রয়োজন। গ্রহণযোগ্য মান পরিমাপক এবং এগুলোর প্রয়োগের নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে সমস্যাগুলো দূরীভূত করতে হবে। কার্যক্রমগুলোর মান প্রতিষ্ঠা করা ও তার প্রয়োগ নিশ্চিত করা সাফল্যের অন্যতম প্রধান শর্ত যা অবহেলা করা যাবে না।

ঘ. লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ

- সাধারণ শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি সত্বেও আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক টিভিইটি-তে তাদের অংশগ্রহণ ছেলেদের তুলনায় প্রায় অর্ধেক (৬.৩% এর বিপরীতে ৩.৩%)। এছাড়াও নারী শ্রমজীবীদের ক্ষেত্রে প্রকট গড় আয়-বৈষম্য চলে আসছে। এক্ষেত্রে কর্মপরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষাসহ বিশেষ নীতি ও কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজন।

ঙ. ব্যয় এবং সম্পদ আহরণ

- শিক্ষা ও দক্ষতা বিকাশে একটি গ্রহণযোগ্য মান বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত পরিমাণের সম্পদের নিশ্চয়তা জরুরী। এজন্য বেসরকারি খাত, কমিউনিটি ও সেবাগ্রহণকারীদের অবদানসহ পর্যাপ্ত সম্পদ আহরণের ব্যবস্থা করতে হবে। সম্পদের সংস্থান ও বন্টনের বিষয়টি মান ও সমতার প্রতিষ্ঠিত নিরিখের দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। কর্মসংস্থানের প্রধান ক্ষেত্রসমূহ ও সরকারের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে সম্পদ আহরণের উপায় অন্বেষণ জরুরী। সম্পদ আহরণের উৎস হিসেবে বেতন খাতের ওপর কওে (Payroil Fax) ও নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে অংশীদারিত্ব বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, বিশেষত ল্যাটিন আমেরিকায়, কার্যকরভাবে চলে আসছে।

- দরিদ্র পরিবারদের ব্যয়ের কারণে দক্ষতা বিকাশে অংশগ্রহণে বাধা দূর করতে হবে। পরিবারের জন্য গড়ে প্রতিমাসে সাধারণ শিক্ষায় ব্যয় মাসে ১,১৭৫ টাকা, প্রাতিষ্ঠানিক টিভিইটি-এর জন্য ১,৯২৮ টাকা এবং অনানুষ্ঠানিক টিভিইটি-এর জন্য ৬৯৪ টাকা বলে এই জরিপে দেখা গেছে। এসব অংক দারিদ্র সীমার নিচে বাস করা অন্তত শতকরা ৩০ ভাগ পরিবারের দৈনন্দিন ব্যয়ের একটি বড় অংশ। সমতা বিধানের উদ্দেশ্যে এই ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।
- সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারীরা স্বল্পমেয়াদী কোর্সের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আংশিক ব্যয়ভার বহনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে। এতে করে বিভিন্ন কার্যক্রমের সম্পূর্ণ ব্যয় নির্বাহের জন্য তা পর্যাপ্ত নাও হতে পারে। সাম্যতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সেটিকে অর্থায়ন কৌশলের একটি উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

চ. বিশেষ বিপন্ন জনগোষ্ঠী

- বিশেষভাবে চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর কেস স্টাডি থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, যেসব মূলধারার প্রশিক্ষণ বর্তমানে প্রচলিত আছে সেগুলো সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট চাহিদা ও তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল অবস্থার সাপেক্ষে উপযুক্ত নয়। পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে সাধারণ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলোকে অনেকাংশে পরিমার্জিত করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও পর্যালোচনাকে কাজে লাগিয়ে ও যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে নতুন কার্যক্রম বা পদ্ধতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে।
- বিভিন্ন ধরনের বিপন্নতার জন্য সম্যক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এনজিও, বেসরকারী সংস্থা এবং সম্ভাব্য সেবাভোগীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়ন করা উচিত। এসব সমন্বিত উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নীতিগত সহযোগিতা, সম্পদের প্রবাহ নিশ্চিত করা ও উৎসাহ প্রদান করা উচিত যা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সরকারের সহযোগিতার মাধ্যমে সম্ভব ।

গবেষণায় যারা বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত

স্যার ফজলে হাসান আবেদ[১]
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ)
আফতাব উদ্দিন আহমদ[১]
ড. অধ্যাপক কাজী সালেহ্
আহমেদ[১,২]
অধ্যাপক শফি আহমেদ[১]
আহসান আবদুল্লাহ[২]
ড. কাজী খলিকুজ্জমান আহমদ[১]
ড. জাহেদা আহমেদ[১]
চৌধুরী মুফাদ আহমেদ[২]
ড. মনজুর আহমদ[১,২,৪]
অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ[২]
অধ্যাপক কফিল উদ্দিন আহমেদ[৩]
রমিজ আহমেদ[৩]
তাহ্সিনা আহমেদ[৩]
যেহীন আহমেদ[১]
জসিমউদ্দিন আহমেদ[৩]
সৈয়দা তাহ্মিনা আকতার[৩]
ড. মাহ্মুদুল আলম[২]
কাজী রফিকুল আলম[১]
অধ্যাপক মোঃ শফিউল আলম[২]
অধ্যাপক এস. এম. নূরুল আলম[২]
খন্দকার সাখাওয়াত আলী[২]
মোঃ আইয়ুব আলী[৩]
অধ্যাপক মুহম্মদ আলী[৩]
রুহুল আমিন[৩]
ড. সৈয়দ সাদ আন্দালিব[১]
মোহাম্মদ নিয়াজ আসাদউল্লাহ[১]
ড. মোঃ আসাদুজ্জামান[১]
অধ্যাপক আলী আজম[৩]
ড. আনোয়ারা বেগম[২]
ড. আব্বাস ভূইয়া[২]
রাশেদা কে. চৌধূরী[১,৬]
ড. আহমদ মোশ্তাক রাজা চৌধুরী[১]
ড. মো. ফজলুল করিম চৌধুরী[১]
জীবন কুমার চৌধুরী[৩]
নবেন্দ্র দাহাল[১]
হরিপদ দাশ[৩]
সুব্রত এস ধর[১]
ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন[১]
এস এ হাসান আল- ফারুক[৩]
অধ্যাপক মুহাম্মদ নাজমুল হক[২]
সামসে আরা হাসান[১]
ড. এম. সামছুল হক[৩]
কে. এম. এনামুল হক[২]
মোঃ আলতাফ হোসেন[৩,৪]
মোঃ মোফাজ্জল হোসেন[২]
ড. এম. আনোয়ারুল হক[১]
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহিম[১]
ড. শফিকুল ইসলাম[২]
অধ্যাপক মোঃ রিয়াজুল ইসলাম[৩]
লায়লা রহমান কবির[৩]
মোঃ হুমায়ূন কবির[৩]
ড. আহমেদ–আল–কবির[১]

মো: আবুল কালাম[৩,৪]
খন্দকার লুৎফুল খালীদ[৩]
নুরুল ইসলাম খান[২]
অধ্যাপক মাহ্‌ফুজা খানম[১]
ড. আবু হামিদ লতিফ[১]
সিমিন মাহমুদ[২]
ইরাম মরিয়ম[২]
ড. আহমদুল্যাহ মিয়া[২]
মোহাম্মদ মহসিন[২]
ড. মোস্তফা কে. মুজেরী[১]
সমীর রঞ্জন নাথ[২]
এলিজাবেথ পিয়ারেস[২]
মো: কামরুজ্জামান[৩]
মো: আবদুর রফিক[২]
আ. ন. স. হাবিবুর রহমান[৩]
ড. এম. এহছানুর রহমান[২]
ড. ছিদ্দিকুর রহমান[২]
জওশন আরা রহমান[১]
কাজী ফজলুর রহমান[১,৫]
ম. হাবিবুর রহমান[২]
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান[১]
এ. এন. রাশেদা[১]
তালেয়া রেহমান[১]
রওশন জাহান[১]
অধ্যাপক রেহমান সোবহান[১]
ড. নিতাই চন্দ্র সুত্রধর[৩]
মোহাম্মদ মুনতাসিম তানভীর[২]

১. উপদেষ্টা বোর্ড সদস্য
২. কর্মদল সদস্য
৩. টেকনিক্যাল টিম সদস্য
৪. প্রতিবেদন প্রণয়নকারী
৫. রিভিউ টিম সদস্য
৬. সম্পাদনা টিম সদস্য

Education Watch 2011-12

Skills Development in Bangladesh

Enhancing the Youth Skills Profile

Overview of the Main Report

Research Team

Dr. Manzoor Ahmed
Md. Altaf Hossain
Md. Abul Kalam
Dr. Kazi Saleh Ahmed

Reviewers

Dr. M. Ehsanur Rahman
Netai Chandra Sutradhar
Kazi Fazlur Rahman

Co-ordinator

Rasheda K. Choudhury

Campaign for Popular Education (CAMPE)
Bangladesh

Contact address
Campaign for Popular Education (CAMPE)
5/14 Humayun Road, Mohammadpur, Dhaka – 1207
Phone: 9130427, 8155031, 8155032
Fax: 9123842, e-mail: info@campebd.org
Website: www.campebd.org

Overview

Background and purpose of the study

Skills, knowledge and innovation are driving forces of economic growth and social development in any country. Countries with higher levels of education and skills can respond effectively to challenges and opportunities in the global economy.

The political pledge of the Bangladesh government outlined in Vision 2021 to combat poverty, build Digital Bangladesh and move into the rank of middle income countries make strategies and action in education the fulcrum of change. A new education policy adopted in 2010 is intended to set the course for envisioned change. The Sixth Five Year Plan (2011- 15) proposes medium term priorities and strategies for education including skills development. A National Skills Development Policy has been approved by the government. A key element of the anticipated change is the development of skills and capacities of young people enabling them to respond effectively to the employment market in the country and the opportunities in the global economy.

Considering the critical need for an objective assessment of the skills development situation, the Advisory Board and the Technical Committee of *Education Watch* decided, having devoted ten previous *Watch* studies to aspects of primary and secondary education and literacy, that the present study should focus on skills development, commonly known as technical and vocational education and training (TVET), in Bangladesh. Being the first *Watch* report on TVET, it was decided that the study should attempt to provide a comprehensive picture of access and participation of young people of age 10 to 24 in general and occupational skills development activities as well as their employment status. In order to achieve this broad objective, the following were identified as specific objectives of the study:

1. To construct a skills profile of young people in the age range of 10- 24 years which would include past and current participation in education and training activities of any form (TVET and general), involvement in apprenticeship, and participation in employment.
2. To ascertain demands for and expectations from skills development as expressed by youth (age 10- 24 years).
3. To provide a critical review of adequacy and efficacy of skills development policy, strategy and programs, based on the skills development profile, and perceptions and expectations of youth about skills development, in the context of national development and poverty reduction objectives for the next decade.
4. To offer policy recommendations regarding skills development based on the findings of the study.

Research methodology

Data for this study was collected from households. An instrument was prepared for household survey by the research team based on the objectives of the study. It was shared with the Working Group members of *Education Watch*, seeking their observations. It was validated through field testing and by undertaking a pilot study.

The sampling strategy adopted for the Education Watch 2008 was followed in this study with minor modifications. Past and current participation of young population aged 10-24 years in schooling or training was the key variable in determining sample size for the household survey. Considering enrolment in education programs as a dichotomous variable the minimum sample size of a valid estimate was calculated to be 768. We arrived at such a figure adopting 95 percent confidence limit and 5 percent precision level, and doubling

the sample size in order to reduce the design/cluster effects. This figure was increased to 787 for convenience of allocation and execution.

As different studies on education highlighted variations in the educational attainment among the geographical regions in the country, 15 separate surveys were planned to be carried out, one in each of the following strata:

Rural Bangladesh	**Urban Bangladesh**	**Statistical Metropolitan**
Rural Barisal division	Urban Barisal division	Metropolitan cities
Rural Chittagong division	Urban Chittagong division	
Rural Dhaka division	Urban Dhaka division	
Rural Khulna division	Urban Khulna division	
Rural Rajshahi division	Urban Rajshahi division	
Rural Rangpur division	Urban Rangpur division	
Rural Sylhet division	Urban Sylhet division	

In order to derive separate estimates for boys and girls, it was necessary to double the above sample size. This meant that 1,574 (= 787 X 2) young people aged 10- 24 years were needed to be brought under the survey in each of the stratum indicated above, totaling (1,574 X 15 =) 23,610, 11,805 boys and 11,805 girls, for the total study.

The study followed a four-stage sampling procedure for survey in each of the stratum. At the first stage, in each rural

stratum 15 upazilas, in each urban stratum 15 municipalities/*pouroshova* and in Statistical Metropolitan 15 thanas were selected using simple random sampling technique. At the second stage, one union (ward for urban strata and Statistical Metropolitan) for each selected upazila/municipality/thana was selected through simple random sampling. At the third stage, four villages (mahallah for urban strata and Statistical Metropolitan) were randomly selected from each of the selected union/ward. This meant that 60 (=15 X 4) villages/mahallahs were selected for each stratum, totaling 900 (= 60 X 15) for the whole of Bangladesh. Latest available census information of 2001 produced by the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) was used for the purpose. It turned out that 59 out of 64 districts of the country were represented in the sample. The non-represented districts are: Narayanganj, Munshiganj, Tangail, Laxmipur and Chapainowabganj.

It was calculated that a survey of 1,620 households from each of the 15 stratum, 24,300 households in total for the whole study, would allow the selection of adequate samples for valid estimates. Available survey information (in this case Household Income and Expenditure Survey 2010) produced by BBS was used for the purpose. The household survey was carried out in 27 households in each of the selected village/mahallah. It was also calculated that the survey of such number of households in each village/mahallah could produce required numbers of young people for valid estimates at the stratum level. At the fourth stage of sampling, the households were selected through a systematic random sampling procedure.

Thus a total of 24,300 households in 900 villages/mahallahs from 225 upazilas/municipalities/ thanas of 15 strata throughout the country were covered under the household survey. The total population in these households was 119,232. Of them 38,752 were aged 10- 24 years old and

4,254 of age 10- 24 participated in TVET and/or apprenticeship. Table 1.1 provides the sampling details.

Table 1.1: Sample for the household survey

Strata/domain/ division	Upazila/ municipality/ thana	Village/ mahallah	No. of HHs	Population	Population aged 10- 24	TVET participants
Rural Barisal	15	60	1,620	8,446	2,758	249
Rural Chittagong	15	60	1,620	8,557	2,745	221
Rural Dhaka	15	60	1,620	8,098	2,749	313
Rural Khulna	15	60	1,620	7,645	2,575	253
Rural Rajshahi	15	60	1,620	6,968	2,129	182
Rural Rangpur	15	60	1,620	7,336	2,298	161
Rural Sylhet	15	60	1,620	9,400	3,256	237
Urban Barisal	15	60	1,620	7,945	2,538	333
Urban Chittagong	15	60	1,620	8,652	2,835	278
Urban Dhaka	15	60	1,620	7,958	2,600	440
Urban Khulna	15	60	1,620	7,347	2,232	319
Urban Rajshahi	15	60	1,620	6,903	2,195	261
Urban Rangpur	15	60	1,620	7,519	2,267	265
Urban Sylhet	15	60	1,620	8,807	2,896	223
Statistical Metropolitan	15	60	1,620	7,651	2,679	519
Total	225	900	24,300	119,232	38,752	4,254

Key Conclusions

1 A Global Perspective

- The international discourse and analyses have shown the need for a broader skills development vision beyond the traditional confines of TVET, recognising the essential role of formal general education, need to take a lifelong perspective of learning and capacity building, linking skills development with employment policies, and a skills and jobs agenda linked to social protection and upholding human rights and human dignity of workers. However, the conventional sectoralised and fragmented approach of government operations and policy making have so far limited the possibility of a comprehensive and coordinated approach to skills development in Bangladesh.
- A broad definition of skills development as a part of human capability enhancement requires comprehensive and coordinated attention to the spectrum of skills comprising foundation skills, transferrable skills and job-specific skills. These are provided by formal and non-formal modes of learning through basic and general education institutions and occupation related training institutions and programmes. This broad view of provisions and providers needs to be taken as the conceptual framework for exploring policies and actions for the TVET sub-sector.
- Monitoring access to appropriate learning and life skills development (EFA goal 3) has been neglected, in part because skills are gained in diverse ways and through the work of many actors and providers. Moreover, the reality of a rapidly changing world required a radical reconsideration of what skills are and how they are acquired. Reflecting these

uncertainties, a consensus is still lacking on internationally comparable indicators of skills development, their national adaptation, and the means to measure them.

- In looking at post-2015 agenda for new versions of MDG and EFA and the agenda for skills development in the larger context, there is increased recognition of the pertinence of a lifelong learning perspective in linking skills to productivity. A prominent part of this perspective is the reality of the spectrum of skills including cognitive, non-cognitive and technical skills acquired through general basic, secondary, and vocational-technical education and various forms of on-the-job learning including apprenticeship. Other recurring themes for the new post-2015 skills development frontiers include: revisiting the scope and concept of TVET, nurturing informal and non-formal learning and TVET in the informal economy, increasing TVET responsiveness to new development priorities, promoting multi-stakeholder partnerships through new approaches to governance, sustainability and "greening" of TVET, and handling uncertainties and building resilience in the face of rapid change in society and economy.

2 National Policy and Strategy Discourse

- A greater national recognition of the importance of skills development and serious deficiencies in the TVET system as well as increased donor support in this area have prompted various reform initiatives. However, challenges loom large within the traditionally defined TVET system and other aspects of skills development in respect of effective access, quality, equity and relevance. Dealing with these challenges require a broader and coordinated skills development approach backed up by political and policy vision and support at the highest tier of national

decision-making. Resistances have to be overcome against a broader vision and acting on stated political commitment.

- Within the TVET sub-sector, the analysis of problems and issues undertaken to formulate various externally assisted projects have helped the diagnosis of major problems in general terms. However, commensurate policy responses and implementation of strategies have not emerged regarding important concerns, such as, adequate TVET financing, shortage of motivated and qualified TVET instructors, strengthening links to industry, enforcing standards in TVET delivery, credible assessment including establishing and recognising equivalence, and determination to implement the planned activities effectively. The actions and assistance planned in these areas are not proportionate to the magnitude of the problems. Moreover, effective implementation of even those actions envisaged remains problematic.
- There are serious limitations in the present structures and practices in skills development. The policy and action priorities of the National Skills development Council (NSDC), proclaimed as the apex body, remain focused on formal and institutional skills development linked to formal employment, giving less attention to the majority of workers and potential workers who are in the informal economy, a large part of which lie in the agriculture sector. To the extent this skewed focus persists, the contribution of TVET to fighting poverty and promoting equity through skills development and job creation will remain compromised.
- NEP 2010 objectives, the sixth five year plan (2011-15) proposals, as well as much of the Government TVET development, supported by donor assistance, are for reforms and attempts to improve quality within

the existing structure of organization and management of TVET. Due priority is lacking to policy and action, despite rhetoric in this regard, on basic change in planning, managing, establishing accountability in a decentralised way at the institutional level, and redefining roles of different actors and stakeholders, including the private sector and providers of non-formal and informal skills development. This concern has been highlighted often in policy discourse.

- The emphasis on expansion of TVET, which is the thrust of government policy objectives and donor support, is likely to compound the present problems and deficiencies, unless reforms focusing on quality, efficiency and responsiveness to market are designed and effectively put in place.
- Overall technical capacity to implement the various externally assisted projects, supported by different development partners, in a coordinated way by establishing necessary links and complementarity appears to be a major challenge. This coordination is necessary horizontally and vertically across the sub-sector reflecting a broad view of it, as emphasized in this study. Attention to build this capacity is critical to overcome systemic weaknesses and thus achieve the desired outcomes. The dilemma in this regard is that the goal of strengthening organisational capacities in the projects themselves suffers from the weak institutional capacities to plan, coordinate, and manage to take full advantage of external assistance.

3 Exploiting the demographic dividend

- The demographic transition characterised by declining fertility and population growth rates in Bangladesh has created the potential for a "demographic dividend." The window of opportunity arising from the low dependency ratio for non-working to working

population will remain open for about two decades. The potential for reaping the demographic dividend depends on effective skills development, job creation and social protection of workers.

- The survey confirms a declining dependency ratio – overall 58 % in 2012, with almost 10 percentage points lower for metropolitan areas and generally lower for all urban areas and significant differences among regions. This ranges from a low of 51 percent for rural Rajshai to 70 percent for rural Sylhet.

4 Foundation Skills and Transferrable Skills

- In the 10-24 age-group, just over two-thirds (68%) were found to be current participants in some form of education and training; 29 percent not current participants and over 2 percent never took part in education or training. Compared to findings of last labour force survey of 2005-6, when half of the workforce (15-59 age range) was found without any education, the new cohorts of workers generally possess a higher level of education. Major urban-rural and male-female disparities were not observed in terms of educational participation; though somewhat greater differences were found between geographical regions. The implications for TVET planning of these disparities have to be examined for considering appropriate remedial measures.
- Age-specific net enrolment in education/training at the secondary and higher secondary levels, showed a sharp decline from 58.5 percent to 34.6 percent for 11-15 and 16-17, respectively. There were significant disadvantage for rural areas in this respect. However, girls were ahead of boys by almost 10 percentage points at both levels.

5 Participation in TVET and Apprenticeship

- In the 10-24 age group, the large majority (87 percent) benefited from formal general education of different lengths. In contrast, only 3 percent participated in formal and non-formal TVET (2.3 + 0.7). Participation in apprenticeship was 6 percent – predominantly, in informal apprenticeship (5.7 percent). Reported participation in non-formal general education was small at 0.3 percent. Two percent reported to be engaged in multiple education and training activities, while just under 2 percent were not involved in any training or education. These numbers add up to total participation in TVET and apprenticeship of 11 percent of the population in 10-24 age groups with informal apprenticeship accounting for about half of the total. The desirable direction of change clearly is larger participation in various skills development opportunities which may be combined with or complementary to general education through flexible programming, illustrated by some NGO initiatives such as those of UCEP. There is also a need to expand systematically apprenticeship opportunities.
- A bimodal distribution is observed in TVET participation with peaks for degree and diploma level courses (13.5% of TVET/apprenticeship participants) and short courses under six months duration (28% of TVET/Apprenticeship participants.) Formal certificate courses and SSC and HSC vocational courses together accounted for just over 5 percent of the participants in the sample population. Among all forms of skills development, apprenticeship (mostly under informal arrangement) attracted most participants serving 53% of TVET/apprenticeship beneficiaries. Yet there is little scope for accreditation of apprenticeship and

prior experience which could expand and encourage apprenticeship and short courses.

- In TVET participation, urban areas had an edge - the metropolitan areas had more than double the combined participation rate in formal and non-formal TVET at 5.4 percent compared to 2.4 percent in rural areas, and 3.3 % in municipalities. There is a need to expand services to bridge the gap.
- In respect of gender, girls' participation in TVET was about one-third of boys (1.2% against 3.3%). Similarly, in informal apprenticeship, girls' engagement was less than half of boys' (3.6% and 7.8%), whereas it was equally low in formal apprenticeship for both boys and girls (0.4 and 0.3% respectively). This disadvantage for girls in TVET and apprenticeship contrasts with girls' favourable position in general education. Persistent gender gap in skills development clearly demands priority attention.
- At the secondary level (grades 6 to 10), overall participation in TVET was 1.1 percent of the total secondary enrolment – half of average for Asian countries. At the higher secondary level (grades 11-12), participation improves to an overall rate of 4.7 percent. There is again an advantage for urban areas and a substantial disadvantage for girls at both secondary and higher secondary levels.

6 Equity with Quality

- Participation in education and training was affected by family economic status. In the 10-24 age group, those from families with per capita earning of less than a dollar a day, the rate of continuing in some form of education and training was 13 percentage points less than for those earning more than two dollars (65.3 percent and 78.1 percent respectively). Those never

enrolled in school were more than three times among the poorer families (2.8% against 0.8% for others).

- Income level of families influenced participation in TVET and apprenticeship in distinct ways. Formal longer duration TVET at degree and diploma level was patronised in almost double the percentages by those with more than 2 dollars a day earning compared to those with less than a dollar of daily earning. SSC and HSC vocational courses within the secondary system, on the other hand, had a substantially higher participation from the poorer families. There was higher participation by almost double the rate by young people from poorer families in apprenticeship. Short duration trade courses, offered often by private providers, were largely patronised by those with more than two-dollars-a-day earning. All of the differences in participation appear to be a matter of cost of participation – higher tuition and other costs for degree and diploma courses and the short courses by private providers and relatively less private costs for participants in SSC and HSC courses and apprenticeship. The exception was the gender factor, with girls participating less than boys in different TVET programmes irrespective of income.
- Direct evidence regarding quality of general education and TVET was not available or intended to be collected from the household survey. Indications of low earning and productivity of workers who have passed through education and training programmes compared against the benchmarks of per capita income and poverty level raise questions about the outcome for learners in terms of their competencies and skills.
- Other evidences from research and evaluation have underscored the general problems of quality of education and training programmes and their learning

outcomes. For example, National Student Assessment (NSA) of a representative sample of grades 3 and 5 students was carried out by the Directorate of Primary Education, in 2006, 2008 and 2011.The Monitoring and Evaluation Wing of the Directorate of Secondary and Higher Education also conducted an assessment of learning in 2012 of a sample of students for grade 8, which showed that a very small proportion of students could perform at the expected level for grade 8. The following information about learning outcome at primary level is particularly disturbing:

- According to 2011 primary level assessment, only one of four students at the end of grade 5 acquired competencies in Bangla and one in three mastered the competencies in math specified in the primary curriculum.
- The test items used in NSA to test the specified competencies and the criteria for acceptable performance are considerably below the internationally defined standards such as those for Progress in International Reading and Literacy Study (PIRLS).
- The NSA and grade eight assessment results were remarkably inconsistent with high rates of pass and year-to-year reported improvement in student performance in public examinations, such as the primary completion examination, the Junior Secondary examination and SSC and HSC examinations.

7 Household Costs of Education and Training

- Monthly average household cost per participants for general education was Tk. 1,257 and for TVET Tk 2,577. Out of this, tuition charges were about 7 percent of the total cost for general education and

about a quarter of the cost for TVET. For general education, the costs in urban areas were significantly higher, but for TVET, the costs in rural areas were slightly higher. This may be due to transportation and accommodation costs for more dispersed TVET provisions in rural areas.

- Girls were subject to substantial disadvantage in household spending in all categories of education and TVET as indicated by reported costs. For general education household spending for girls on average was about 10 percent less than for boys, but it was 30 percent less in TVET and about half in non-formal TVET and apprenticeship.

8 Employment and earnings of young people after education/training

- In the 10-24 age group, the large majority (53 percent) were engaged in household work without a cash earning. The next highest category was self-employment (22 percent), followed by full-time wage employment (15.8 percent), unemployed (5.5 percent) and part-time employment (3.7 percent).
- In the age-group 15-24, when more are expected to be in jobs rather than in education/training, the pattern did not change significantly from the 10-24 age range and the percentages changed only slightly – 54 percent in household work, 22 percent in self-employment, 16 percent in full wage employment, 3 percent in part-time jobs and 4 percent unemployed. The total for household work, self-employment and part-time employment add up to 80 percent, which presumably largely coincides with informal sector employment.
- The mean monthly income for young people in the age group 20-24 was Tk. 6,280, which is about the

same as per capita annual income of Tk. 75,000 (US$850). Monthly earning varies according to individual education and training accomplishments – i.e., no education/training, apprenticeship, TVET and only general education. The highest monthly earning is of those with TVET at Tk. 7,373 and the lowest is of those without any education and training at Tk. 4,442, which is more than 40 percent lower. The difference in earning for those with some form of education and training of different types is not pronounced. The return from apprenticeship is higher than average return for general education, but somewhat lower than that of TVET.

- Expectedly, average earnings are higher in all categories in urban areas than in villages – the highest in metropolitan locations of workers with TVET at Tk 8,313, which is more than double of that for rural workers with no education or training at Tk 4,079.
- Monthly average earning for females (10-24 years) was less than half at Tk. 2,667 against Tk 5,476 for males in rural areas. TVET qualifications of women slightly raised their earning to 56 percent of average for males. Women without any education/training or with apprenticeship experience were worse off, earning about one-third of male remuneration. However, the gaps are slightly lower in urban and metropolitan areas.
- Two important points about earnings of workers worth noting are: *first*, the fact that per capita average earning of workers in the 20-24 age group with TVET qualifications is about the same as per capita national income indicates that workers even with skills are stuck in a low-productivity and low-earning trap. The average of course hides the fact that over 60 percent of the workers survive on less than US$ 1.25 per day – an international poverty line benchmark. *Secondly*,

the relatively narrow differential in earnings of workers with different TVET qualifications indicates general quality problems and mismatch of skills and jobs in TVET. The causal factors for both of these related phenomena point to problems in quality of education and training as well as deficiencies in labour market and workers' social protection policies and their implementation.

9 Preferences and expectations of youth

- Overall two-thirds of the young people were interested in participating in TVET. Interest varied by educational level. Almost three quarters of those who are currently in secondary or higher secondary level or have acquired such qualifications were interested in TVET opportunities. A lesser proportion, about half of those in primary education or have completed primary education, were interested in further TVET; presumably they felt a greater need for further general education.
- Regarding types of TVET, the preference overwhelmingly was for short trade courses and apprenticeship opportunities compared to formal diploma or certificate courses, or even degree level TVET. Similar views were expressed by about 80 percent of the respondents in favour of course duration of less than six months, when a question was posed about preferred length of courses.
- While existing short trade course are generally popular, girls expressed much greater preference for these at 56.4 percent compared to 37.1 percent in the case of boys. A similar pattern was observed in both

urban and rural areas. On the other hand, more boys (42.1 percent) expressed the desire to join apprenticeship than girls (35.0 percent).

- Asked about willingness to pay for TVET courses, about one-third would like the courses to be free, another third would be willing to pay Tk 100-300 per month, and a third were willing to spend Tk 400 or more per month. The degree of willingness to pay appears to be a function of the low income level and general poverty of most of the potential TVET participants.
- Regarding inadequacies in education and skills development provisions, the problems that topped the list were similar for general education, TVET and apprenticeship. Ineffective teaching-learning practices and style were mentioned frequently (34.3 percent in apprenticeship, 27.3 percent in TVET and 18.0 percent in general education, respectively). Other frequent mentions were inadequate physical infrastructures (22.1 percent for apprenticeship, 26.8 percent in TVET and 39.0 percent for general education); and deficiencies in basic facilities, such as toilets, water and electricity (13.6 percent in apprenticeship, 15.2 percent in TVET and 25.4 percent in general education.). The suggestions for improvement of education and skills development mirrored the respondent's views about identified areas of inadequacies in their urging for improvements in the same areas to remove the deficiencies.

10 Conditions of special vulnerabilities

- The situation regarding pockets of disadvantaged groups has not been captured in the present general national sample survey. These pockets add up to a large proportion of the total population. Attention to the disadvantaged groups is needed both to diagnose situations and develop appropriate measures. A small number of case studies shed light on this question in the present study.
- The case studies illustrate various special vulnerabilities that affect significant proportions of the population. Poverty is a common feature of the disadvantaged and vulnerable groups which interacts with other characteristics of the affected population. Special circumstance of geographical locations; ethnic and language attributes; and traditional socio-cultural disadvantage of populations determine opportunities and prospects for skills development. A combination of social and economic situation and gender norms affect adolescents and youth of vulnerable groups as described in the case studies included in this report. Personal attributes of people such as disabilities and special needs add to the disadvantage and deprivation from opportunities in the absence of proactive affirmative action.

Recommendations

The recommendations below are based on the findings of the survey and their analysis in the context of other relevant research evidence. The research team's judgement and feedback from the Education Watch advisory and technical committee members at different stages of the study about

policy concerns have guided the emphases and propositions included in the recommendations.

The research team considered suggestions about grouping the policy and action priorities in terms of the responsibilities of the major actors – such as, the government, the private sector, NGOs and the academic and research community. The research team came to the conclusion that a collaborative and coordinated approach to bring the major stakeholders together, guided and encouraged by the government and political authorities adopting a holistic vision, was necessary in all major areas of action. This collaborative and holistic approach was considered more appropriate than the suggestion for separate efforts by different key actors. Hence, the recommendations are listed thematically.

The recommendations are clustered under six thematic areas – upstream policy environment, expansion strategy for skills development, ensuring equity with quality, persistent disadvantage of girls and women, costs and resources, and addressing special vulnerabilities.

1 Creating an upstream policy environment

- A broad skills development vision beyond the traditional confines of TVET, encompassing roles of formal general education, non-formal and second chance education and occupational, including on-the-job training, is needed that would emphasize:
    a) a lifelong perspective of learning and capacity building,
    b) linking skills development with employment policies, and

c) adopting a skills and jobs agenda linked to social protection and upholding human rights and human dignity of workers.

- Leadership and commitment on the part of national policy and decision-makers are needed to overcome the conventional sectoralised and fragmented approach of government operations and policy making to enhance the possibility of a comprehensive and coordinated approach to skills development. The National Skills Development Council, with its mandate of helping implement the National Skills Development Policy, has a special role in this respect.
- A broad definition of skills development as a part of human capability enhancement requires comprehensive and coordinated attention to the spectrum of skills comprising foundation skills, transferrable skills and job-specific skills. These are provided by formal and non-formal modes of learning through basic and general education institutions and occupation related training institutions and programmes. This broad view of provisions and providers needs to be taken as the conceptual framework for exploring policies and actions for the TVET sub-sector.
- The discourse on post-2015 agenda for skills development should be guided by the reality of the spectrum of skills including cognitive, non-cognitive and technical skills acquired through general basic, secondary, and vocational-technical education and various forms of on-the-job learning including apprenticeship, guided by a lifelong perspective of learning. The related and pertinent themes for the

post-2015 agenda include: revisiting the scope and concept of TVET, nurturing informal and non-formal learning and TVET in the informal economy, increasing TVET responsiveness to new development priorities, promoting multi-stakeholder partnerships through new approaches to governance, sustainability and "greening" of TVET, and handling uncertainties and building resilience.

- The discourse and policy advocacy in relation to the National Skills Development Policy (NSDP) can be used to promote a holistic approach to skills and capability development, even though the National Skills Development Council does not have directly within its remit general basic education.
- The National Skills Development Council (NSDC), proclaimed as the apex body, should enlarge its focus beyond formal and institutional skills development linked to formal employment. The majority of workers and potential workers who are in the informal economy must come under the policy and action purview of NSDC. Effective policy responses and actionable strategies are needed on important concerns, such as, adequate TVET financing, shortage of motivated and qualified TVET instructors, strengthening links to industry, applying quality standards in TVET delivery, effective assessment of competencies and establishing equivalencies and the capacity and determination to implement the planned activities effectively.
- The elaboration and implementation of government TVET development, in line with NEP 2010 objectives, including that under the sixth five year

plan (2011-15), supported by donor assistance, need to go beyond reforms strictly within the existing structure of organization and management. Due priority in policy and action is needed to basic change in planning, managing, establishing accountability in a decentralised way at the institutional level, and redefining roles of different actors and stakeholders, including the private sector and providers of non-formal training and apprenticeship, highlighted often in policy discourse.

- A low-productivity and low wage trap created through self employment and household work for more than three quarters of youth is indicative of poor learning quality and outcome in both general education and TVET. Escaping from this trap requires attention in quality, relevance and efficiency of general education and TVET, with non-formal and second chance remedial measures to overcome deficiencies in general education quality and relevance. These steps need to be combined with labour market measures and social protection of workers guided by a national skills and jobs agenda consistent with human rights and human dignity.
- The demographic transition characterised by declining fertility and population growth rates in Bangladesh has created the potential for a "demographic dividend." The window of opportunity arising from the low dependency ratio for non-working to working population will remain open for about two decades. The potential for reaping the demographic dividend depends on effective skills development, job creation

and social protection of workers leading to “decent work.

2 Expanding Skills Development – What kind?

- Expansion of formal and non-formal TVET is essential. However, policies and programmes must focus on quality, efficiency, responsiveness to market and effectively implementing these priorities to avoid compounding further the present problems and deficiencies through expansion without effective reform.
- About eleven percent participation of young people (10-24 years) in all kinds of TVET including apprenticeship must be increased substantially – especially, through relevant and flexible short courses and formal and informal apprenticeship (currently 6 percent) based on preference expressed by young people.
- The low TVET participation of 1.1 percent out of secondary level enrolment must be raised substantially, but through reformed programs to ensure better quality and market responsiveness, rather than mere expansion of the current programs.
- Second chance non-formal general education and skills development need to be a major component of the overall skills development strategy and plan, recognising the needs of large numbers of young people who have dropped out from or missed out education and training opportunities. However, establishing and applying quality criteria must be given special attention to prevent these second chance

programs from degenerating into “second class” programs for the poor.

- Related to second chance and non-formal skills development is the question of equivalency, assessment and recognition of skills and competencies acquired through diverse means, including recognition and credentials for prior experiential learning. Appropriate regulatory and assessment mechanisms have to be established for this purpose.
- The government plan to establish a technical education institute in each upazila offers an opportunity to recognise and deal with the problems and weaknesses in the existing formal vocational and technical education pattern. Instead of replicating what exists with small tinkering, there is the possibility of incorporating flexibility, quality enforcement, market relevance, equity in access, and opportunities for working children as well as partnership with employers and greater authority with accountability at institution level management. Many features and management model of UCEP’s integrated general and vocational education and technical education programs indicate the kinds of adaptation required in the prevailing pattern.

3 Equity with Quality

- Skills development for the poor should be promoted with substantial expansion of effective apprenticeship and short courses (used more frequently by those with <$1 daily earning). Attention must be given to improving quality and market responsiveness of these

so that earnings and working conditions can improve for the participants.

- The major challenge is creating “decent work” - moving from present average earning of less than or only close to average per capita income even for those with formal TVET to better wages and work conditions. International experience suggests steps to build stronger “foundational skills” through basic general education, “transferrable skills” through secondary education and TVET and “job specific skills” through high quality TVET and apprenticeship. These skills building measures need to be combined with complementary policy intervention in employment market and social protection for workers. Second chance basic education of high quality should be a key strategy, as noted above.
- Problems identified most frequently in infrastructures, learning facilities and instructional approach and practices both in TVET and general education have to be remedied ensuring a threshold of resources to guarantee the application of acceptable quality criteria. Establishing quality standards and applying them in programs remain conditions for success and cannot be neglected.

4 Overcoming gender-based disparity

- Formal and non-formal TVET participation of girls remains about half of boys (3.3% against 6.3%) in spite of girls’ advantage in general education enrolment. Very substantial average earning disparities for workers to the disadvantage of female

workers persist. Special policy and programmatic measures are needed in this area including working condition and social protection measures.

5 Costs and Resources

- A threshold of resources for maintaining acceptable quality have to be guaranteed – combining increased public resources with those from the beneficiaries, private sector, and communities. Resource mobilisation and allocation have to be guided by established criteria for quality with equity. Appropriate partnerships of major employment sub-sectors and government for enhancing resources for this purpose should be explored. Resources generated from payroll taxes and managed in partnership with employers have been effective in several countries, especially in Latin America.
- Appropriate policy measures are needed to remove or mitigate obstacles for the poor to skills development in the form of family cost per month for education and training ranging from Tk. 1,175 (general education), Tk. 1,928 for formal TVET and Tk. 694 for non-formal TVET, which add up to major share of the subsistence level income of at least 30 percent of the families below the poverty line.
- Willingness of potential participants to contribute, especially for short term and job-specific training, even if not adequate for full cost recovery, should be taken into account in equitable financing strategies

6 Special Vulnerabilities

- The key lesson from the diagnostics derived from the case studies of special vulnerabilities is that mainstream programs offered as a standard pattern do not respond to the specific needs and conditions of the diverse vulnerabilities of the disadvantaged groups. The general programs of education and training either have to be adapted substantially for the particular circumstances or creative approaches have to be designed, developed and applied, being open to assessing and making use of lessons from experience.
- A related lesson for responding to the diverse disadvantages is that programs have to be designed and implemented at the local level with active participation of NGOs and the private sector and involvement of the intended beneficiaries. Government policy support, resources and encouragement for this collaboration is necessary from the central authorities and at the local government level.

Contributors

Sir Fazle Hasan Abed[1]
Brigadier General (Rtd)
Aftab Uddin Ahmad[1]
Dr. Kazi Saleh Ahmed[1,2]
Prof. Shafi Ahmed[1]
Ahsan Abdullah[1]
Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad[1]
Dr. Zaheda Ahmad[1]
Chowdhury Mufad Ahmed[2]
Dr. Manzoor Ahmed[1,2,4]
Principal Quazi Faruque Ahmed[1]
Prof. Kafil Uddin Ahmed[3]
Romij Ahmed[3]
Tahsinah Ahmed[3]
Zahin Ahmed[1]
Jasim Uddin Ahmed[3]
Syeda Tahmina Akhter[3]
Dr. Mahmudul Alam[2]
Kazi Rafiqul Alam[1]
Prof. Md. Shafiul Alam[2]
Prof. S. M. Nurul Alam[2]
Khondoker Shakhawat Ali[2]
Md. Ayub Ali[3]
Prof. Muhammad Ali[3]
Ruhul Amin[3]
Dr. Syed Sadd Andaleeb[1]
Mohammad Niaz Asadullah[1]
Dr. M. Asaduzzaman[1]
Prof. Ali Azam[3]
Dr. Anwara Begum[2]
Dr. Abbas Bhuiyan[2]
Reshada K. Choudhury[1,6]
Dr. A. M. R. Chowdhury[1]
Dr. Md. Fazlul Karim Chowdhury[1]
Jiban Kumar Chowdhury[3]
Nabendra Dahal[1]
Hari Pada Das[3]
Subrata S. Dhar[1]
Dr. Mohammed Farashuddin[1]
S A Hasan Al Farooque[3]
Prof. M. Nazmul Haq[2]
Shamse Ara Hasan[1]
Dr. M. Shamsul Hoque[3]
K. M. Enamul Hoque[2]
Md. Altaf Hossain[3,4]
Md. Mofazzal Hossain[2]
Dr. M. Anwarul Huque[1]
Dr. Muhammad Ibrahim[1]
Dr. Safiqul Islam[2]
Prof. Md. Riazul Islam[3]
Laila Rahman Kabir[3]

Md. Humayun Kabir[1]
Dr. Ahmed –Al-Kabir[1]
Md. Abul Kalam[3,4]
Khondoker Lutful Khaled[3]
Nurul Islam Khan[2]
Prof. Mahfuza Khanam[1]
Dr. Abu Hamid Latif[1]
Simeen Mahmood[2]
Erum Mariam[2]
Dr. Ahmadullah Mia[2]
Mohammad Mohsin[2]
Dr. Mustafa K. Mujeri[1]
Samir Ranjan Nath[2]
Elizabeth Pearec[2]
Md. Quamruzzaman[3]
Abdur Rafique[2]
A. N. S. Habibur Rahman[3]
Dr. M. Ehsanur Rahman[2]
Dr. Siddiqur Rahman[2]
Jowshan Ara Rahman[1]
Kazi Fazlur Rahman[1,5]
M. Habibur Rahman[2]
Prof. Mustafizur Rahman[1]
A. N. Rasheda[1]
Taleya Rehman[1]
Roushan Jahan[1]
Prof. Rehman Sobhan[1]
Dr. Nitai Chandra Sutradhar[3]
Mohammad Muntasim Tanvir[2]

---

1. Advisory Board member
2. Working Group member
3. Technical Team member
4. Study Team member
5. Review Team member
6. Editorial Team